Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন :নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জোবেদা ইসলাম নয়ন

রোলঃ 23090120034

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন :নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জোবেদা ইসলাম নয়ন

রোলঃ 23090120034

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন :নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জোবেদা ইসলাম নয়ন, আইডিঃ 23090120034 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জোবেদা ইসলাম নয়ন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জোবেদা ইসলাম নয়ন

(স্বাক্ষর)

জোবেদা ইসলাম নয়ন

আইডিঃ 23090120034
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ
২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্রাককথন

সারসংক্ষেপ

অধ্যায় ১ : ভূমিকা

১.১ গবেষণার পটভূমি 6

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 9

১.৩ গবেষণার প্রশ্নাবলি 11

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি 11

১.৫ গবেষণার কাঠামো 11

অধ্যায় ২ :ফেমিনিজমের উৎপত্তি ও বিকাশ **Error! Bookmark not defined.**

২.১ ফেমিনিজমের সংজ্ঞা ও ধারণা 13

২.২ পশ্চিমা নারীবাদ ধারণার সূত্রপাত 17

২.৩ মুসলিম সমাজে ফেমিনিজমের বিস্তার 21

অধ্যায় ৩ :পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব 26

৩.১ পরিবারের অপরিহার্যতা 26

৩.২ পরিবারের ভিত্তি 27

৩.৩ পরিবার ও বর্তমান সভ্যতা 30

৩.৪ ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব 32

অধ্যায় ৪ : ইসলাম ও নারীর অধিকার 34

৪.১ ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা : 34

৪.২ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী : 36

৪.৩ বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা : 37

৪.৪ নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা : 37

অধ্যায় ৫ :আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ 41

৫.১ আধুনিক প্রাচ্যবাদের ধারণা 41

৫.২ কেন মুসলিম নারী আধুনিক প্রাচ্যবাদের প্রধান টার্গেট 42

৫.৩ আধুনিক প্রাচ্যবাদের কৌশল: ভাষা, ভিসন, প্রোপাগান্ডা 43

৫.৪ মুসলিম নারী: পরিচয় সংকট, বিভ্রান্তি ও সংঘাত 45

অধ্যায় ৬ : ফেমিনিজমের মুখোশ ও প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ

৬.১ ফেমিনিজমে "স্বাধীনতা" শব্দের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা 49

৬.২ পুরুষ-বিদ্বেষ (Misandry) কে নারীর অধিকার হিসেবে প্রচার 49

৬.৩ পরিবারভাঙনকে "নারীর অগ্রগতি" হিসেবে দেখানোর কৌশল 50

৬.৪ "পশ্চিমা জীবনধারা"–কে নারী মুক্তির আদর্শ হিসেবে প্রচার 51

৬.৫ ভুল পরিসংখ্যান ও অতিরঞ্জিত narrative ব্যবহারের প্রবণতা 51

৬.৬ নারীর স্বাভাবিক জৈবিক প্রবণতাকে বিকৃতি করা 52

অধ্যায় ৭ :পাশ্চাত্য নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীর মর্যাদা

৭.১ জাহেলি যুগে নারীর করুণ অবস্থা 54

৭.২ প্রোপাগান্ডার ফাঁদে নারী 56

৭.৩ ইসলামে পর্দার বিধান : সম্মানের নিরাপত্তা 56

৭.৪ ইউরোপে নারীদের দূরাবস্থা 58

৭.৫ নারী-স্বাধীনতার নামে ধোঁকা 58

৭.৬ নারী-জীবনের বিভিন্ন ধাপে প্রতিদান ও সম্মান 60

অধ্যায় ৮: আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের ফলাফল ও সামাজিক বাস্তবতা

৮.১ সামাজিক প্রভাব 66

৮.২ সাংস্কৃতিক প্রভাব 66

৮.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব 66

৮.৪ ধর্মীয় ও নৈতিক প্রভাব 67

অধ্যায় ৯ :উপসংহার 68

৯.১ নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর 68

৯.২ নারীবাদ ও নারী অধিকার এক জিনিস না 75

রেফারেন্স 77

প্রবন্ধ 77

প্রাককথন

মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারী সর্বদাই সমাজ, পরিবার এবং সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুগে যুগে সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নৈতিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলেও নারীকে ঘিরে বিতর্ক, সংগ্রাম এবং মতাদর্শের সংঘর্ষ কখনো থেমে থাকেনি। আধুনিক বিশ্বে মানবাধিকারের নামে বিশেষ কিছু মতাদর্শিক প্রবাহ—বিশেষত পশ্চিমা ফেমিনিজম—নারী মুক্তি, লিঙ্গসমতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে এই আন্দোলন বাস্তবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কতটা সহায়ক হয়েছে এবং কতটা সামাজিক অস্থিরতা, পারিবারিক ভাঙন ও নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে—এ প্রশ্ন আজ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

পশ্চিমা সমাজে ফেমিনিজমের যাত্রাপথ, এর আদর্শিক ভিত্তি এবং বৈশ্বিক গণমাধ্যমে এর প্রচার-প্রসার মুসলিম সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। মুসলিম নারীর পরিচয়, আচরণ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারিবারিক ভূমিকার সঙ্গে পশ্চিমা নারীবাদী চিন্তার দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। ইসলাম নারীর স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সম্মানের যে স্বকীয় শাশ্বত ধারণা প্রদান করে, তা অনেক ক্ষেত্রে ফেমিনিজমের প্রচারিত মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। ফলে মুসলিম সমাজে একটি আদর্শিক বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়, যা পরিবার, সমাজ ও তরুণ প্রজন্মের চিন্তাজগতে গভীর প্রভাব ফেলে।

এই গবেষণা সেই প্রেক্ষাপটেই রচিত। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো—ফেমিনিজমের তত্ত্ব, ইতিহাস ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা; তার অন্তর্নিহিত প্রোপাগান্ডা ও মতাদর্শিক উদ্দেশ্য উন্মোচন করা; এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণের সঙ্গে এর পার্থক্য স্পষ্ট করা।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক বিশ্বে নারীবাদ (Feminism) একটি বহুল আলোচিত সামাজিক ও দার্শনিক মতাদর্শ, যা নারী অধিকার, সমতা ও স্বাধীনতার নামে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। তবে বাস্তবতায় ফেমিনিজমের বিভিন্ন ধারা—লিবারেল, র‍্যাডিক্যাল, মার্কসবাদী ও পোস্টমডার্ন নারীবাদ—নারীর প্রকৃত কল্যাণের পরিবর্তে পরিবারব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো এবং নৈতিক মূল্যবোধে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে পশ্চিমা সভ্যতায় গঠিত এই ধারণাগুলো মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে মুসলিম নারী ও পরিবার অস্থিরতা, বিভ্রান্তি এবং পরিচয় সংকটে আক্রান্ত হচ্ছে।

এই গবেষণায় নারীবাদের তত্ত্ব, ইতিহাস, বিস্তার ও অন্তর্নিহিত আদর্শিক প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *সংশয়বাদী, ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা, একজন নারীবাদীর জবানবন্দিতে নারীবাদের আর্তনাদ, আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ* প্রভৃতি গ্রন্থকে ভিত্তি করে দেখা হয়েছে যে, গণমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থা, এনজিও এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির মাধ্যমে নারীবাদ কিভাবে একটি মতাদর্শিক কাঠামো হিসেবে মুসলিম নারীসমাজে প্রভাব বিস্তার করছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ফেমিনিজম "স্বাধীনতা" শব্দটির এমন এক ব্যাখ্যা তৈরি করেছে যা নারীর পারিবারিক দায়িত্ব, ধর্মীয় পরিচয় ও নৈতিকতার বিপরীত। ফলস্বরূপ, পরিবার ভাঙন, বৈবাহিক অস্থিতিশীলতা, একলা জীবনধারার প্রচার, শিশুর প্রতি দায়িত্বহীনতা এবং লিঙ্গবিদ্বেষমূলক মানসিকতার প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

ইসলাম নারীর স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকারকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে—যেখানে পরিবার, সমাজ ও নৈতিকতা প্রতিপালিত হয়। ফেমিনিজম ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ তুলনায় দেখা যায় যে, ইসলাম নারীর অধিকারকে স্বাভাবিক, সুরক্ষিত ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে; অন্যদিকে, পশ্চিমা নারীবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারা প্রচার করে যা পরিবারব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়।

অধ্যায় ১ : ভূমিকা

১.১ গবেষণার পটভূমি

ফেমিনিজম। নারী অধিকারের চটকদার বুলিসর্বস্ব এই তথাকথিত মুভমেন্টের দাবি-দাওয়াগুলো শুনতে মধুর হলেও এই নামের আড়ালেই রয়েছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে বিশ্বজুড়ে নারীর নৈতিক অধঃপতন, নারীমুক্তির দেশে নারী নির্যাতনের নোংরা চেহারা, হিজাব নিয়ে পশ্চিমের বর্ণবাদী রাজনীতি, লিবারেলিজম কেন হিজাব-নিকাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পুরুষতন্ত্রের মিথ্যা জুজুর ভয় দেখিয়ে ফেমিনিজমের ভিকটিম কার্ড খেল, পশ্চিমা সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ ও ইসলামবিদ্বেষের ভয়াবহ রূপ, উত্তর-ঔপনিবেশিক মুসলিম নারীবাদ, নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব বা ইসলামি নারীবাদের নামে ইসলামের শাশ্বত চিন্তার সিলসিলায় নগ্ন হস্তক্ষেপ, লিঙ্গ ভারসাম্য বা লৈঙ্গিক সমতার নামে সৃষ্টিকর্তার চিরাচরিত নিয়মে ব্যাঘাত ঘটানো-সহ এ নারীবাদ কীভাবে পারিবারিক কাঠামো কে ধ্বংস করছে তাই এ থিসিসের আলোচ্য বিষয়। নারীবাদ এমন এক মতবাদ যা — যেখানে "নারীর মুক্তি" নামের মুখোশের আড়ালে পরিবার, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তি ভেঙে পড়ছে।

ফেমিনিজম বা নারীবাদ (Feminism) একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত মতাদর্শগুলোর একটি। এটি নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে সমান অধিকার দেওয়ার দাবিতে শুরু হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে ফেমিনিজম কেবল নারী-পুরুষ সমতার আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এটি ধর্ম, নৈতিকতা, লিঙ্গ পরিচয়, যৌনতা ও পারিবারিক কাঠামোর প্রশ্নেও নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে।

- **ফেমিনিজমের বৈশ্বিক পটভূমি**

ফেমিনিজমের জন্ম হয় মূলত ইউরোপ ও আমেরিকার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে নারী শিক্ষা, ভোটাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়।

Mary Wollstonecraft তার *A Vindication of the Rights of Woman (1792)* গ্রন্থে প্রথম বলেন —

"যে জাতি তার নারীদের শিক্ষিত করে না, সে জাতি কখনোই উন্নত হতে পারে না।"

এরপর ১৯শ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রে নারী ভোটাধিকারের আন্দোলন এবং ২০শ শতাব্দীতে Simone de Beauvoir-এর *The Second Sex (1949)* বই পশ্চিমা নারীবাদের

দিকনির্দেশনা দেয়।

তিনি বলেন —

"One is not born, but rather becomes a woman."

অর্থাৎ, সমাজ নারীর পরিচয় তৈরি করে, জৈবিকভাবে নারী জন্মায় না — এই ধারণাই পশ্চিমা ফেমিনিজমের দর্শনের মূল।

ফেমিনিজমের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গে নারী অধিকার ক্রমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও যৌন স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক নতুন সঙ্কট —

পরিবার ভাঙন, নৈতিক অবক্ষয়, একক মাতৃত্ব, এবং পুরুষ-নারীর মধ্যে শত্রুতা।

- **আধুনিক ফেমিনিজমের আদর্শগত রূপান্তর**

আধুনিক যুগে ফেমিনিজম কেবল অধিকার আন্দোলন নয়; এটি এখন একটি *সাংস্কৃতিক মতাদর্শ*।

"Gender equality" থেকে "Gender fluidity" — অর্থাৎ লিঙ্গের স্থায়ী ধারণাকেও এখন প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

পশ্চিমা সমাজে "My body, my choice" বা "Freedom from family roles" স্লোগান নারীর স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে এই চিন্তাধারা পরিবার ও নৈতিক মূল্যবোধকে ধীরে ধীরে দুর্বল করছে।

বিশেষ করে পশ্চিমা সমাজে দেখা যাচ্ছে—

- বিবাহের হার কমছে,
- একক মাতৃত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে,
- সন্তানদের মানসিক নিরাপত্তা কমছে,
- এবং নারী-পুরুষ সম্পর্ক আর পরস্পর নির্ভরশীল নয়, বরং প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে।

- **মুসলিম সমাজে ফেমিনিজমের প্রভাব**

বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা চিন্তাধারা মুসলিম সমাজেও প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে পশ্চিমা নারীবাদের ধারণা ছড়িয়ে পড়ছে।

এখানে একটি বড় ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে —

অনেকে মনে করে, ইসলাম নারীর স্বাধীনতায় বাধা দেয়; অথচ বাস্তবে ইসলামই প্রথম ধর্ম যেখানে নারীকে সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বিবাহের স্বাধীনতা এবং মর্যাদা দিয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন —

"তোমাদের মধ্যে যে নারী ও পুরুষ সৎকর্ম করে, আমি তাদের উভয়কেই উত্তম জীবন দান করব।"

(সূরা আন-নাহল: ৯৭)

অতএব, ইসলামী সমাজে নারী অধিকার কোনো নতুন ধারণা নয়। বরং ফেমিনিজমের নামে যখন ইসলামী নারীকে তার পরিবার, সমাজ ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়, তখন সেটিই গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

- **গবেষণার বাস্তব প্রেক্ষাপট**

বাংলাদেশে বর্তমানে মিডিয়া ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীবাদের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে।

- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে "নারীর স্বাধীনতা" প্রচারের নামে অনেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।
- পারিবারিক দায়িত্ব ও মাতৃত্বকে "বাধা" হিসেবে দেখানো হচ্ছে।
- পশ্চিমা জীবনধারার অনুকরণে নারী-পুরুষ সম্পর্কের নৈতিক সীমারেখা ক্ষীণ হচ্ছে।

এই পরিবর্তন সমাজে এক ধরণের মূল্যবোধ সংকট তৈরি করেছে। এমন অবস্থায় জরুরি হয়ে পড়েছে ফেমিনিজমের এই সংস্কৃতি ও ইসলামী নারী দর্শনের মধ্যে একটি গবেষণামূলক তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

বিশেষত মুসলিম সমাজে পশ্চিমা ফেমিনিজমের প্রভাব গভীরভাবে দেখা যাচ্ছে। হিজাব, পরিবার, বিবাহ ও মাতৃত্ব এসবকে অনেক সময় 'বাধা' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ ইসলাম নারীর জন্য মর্যাদা, শিক্ষা, সম্পদ ও আত্মমর্যাদা নিশ্চিত করেছে কিন্তু দায়িত্ব ও শালীনতার সীমার মধ্যে।

এই ফেমিমিজমের দ্বন্দ্ব "নারীর অধিকার বনাম পারিবারিক ধ্বংস"—ই এই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা।

তাদের অভিযোগ—ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, আমাদের কি সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?

বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই।

আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে 'পিছিয়ে পড়া', আর অশ্লীলতাকে বলে 'প্রগতিশীলতা'। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী।

এ গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়েছে—

ফেমিনিজমের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আধুনিক বিকৃতি — ফেমিনিজম মূলত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ধর্মীয় সংশয়বাদ, নৈতিক শিথিলতা এবং পারিবারিক কাঠামো ভাঙনের প্রবণতা।

এই গবেষণার মাধ্যমে ফেমিনিজমের এই বিচ্যুত রূপের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা হবে।

ইসলামে নারীর প্রকৃত অধিকার নির্ধারণ — কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলাম কীভাবে নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক মর্যাদা দিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হবে।

যেমন— সূরা নিসা (৪:১, ৪:৩২), সূরা আহযাব (৩৩:৩৫) প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে, অধীনস্থ নয়।

আধুনিক সমাজে ফেমিনিজমের প্রভাব মূল্যায়ন — পশ্চিমা ফেমিনিজমের চিন্তা ও স্লোগানগুলো কীভাবে মুসলিম সমাজে অনুকরণীয় হয়ে উঠছে এবং তাতে পরিবার, বিবাহ ও সন্তান প্রতিপালনে কী প্রভাব পড়ছে, তা গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে।

নারীবাদী প্রচারণার বিশ্লেষণ — আধুনিক গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য কিভাবে ফেমিনিজমের নামে একপাক্ষিক চিন্তা ছড়াচ্ছে, তা উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করা হবে।যেমন— "My body, my choice" স্লোগানের মাধ্যমে স্বাধীনতার নামে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করা হচ্ছে।

ফেমিনিজম ও ইসলামী নারী দর্শনের মধ্যে সমন্বয় খোঁজা — গবেষণায় দেখানো হবে যে, ইসলাম নারীর মুক্তি দেয় নৈতিকতার মধ্যে থেকে, কিন্তু পশ্চিমা ফেমিনিজম তা দেয় দায়িত্বহীন স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ফেমিনিজমের বাস্তব রূপ, এর সামাজিক প্রভাব এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর প্রকৃত অধিকার বিশ্লেষণ করা।
প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো—

- ফেমিনিজমের ধারণা, উৎপত্তি ও আধুনিক বিকৃতি বিশ্লেষণ করা।
- ইসলাম ও ফেমিনিজমের নারীর অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করা।
- ফেমিনিজমের আড়ালে লুকানো মিডিয়া ও সংস্কৃতিগত প্রোপাগান্ডা চিহ্নিত করা।
- আধুনিক মুসলিম নারীর ওপর ফেমিনিজমের প্রভাব ও পারিবারিক সংকট বিশ্লেষণ করা।
- ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মর্যাদা ও দায়িত্বের ভারসাম্য উপস্থাপন করা।

১.৩ গবেষণার প্রশ্নাবলি

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো — আধুনিক ফেমিনিজমের আদর্শ, প্রচারণা এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা, এটি আসলেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কতটা কার্যকর হয়েছে, নাকি উল্টো পারিবারিক বন্ধন ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংসে ভূমিকা রেখেছে।
এই অনুসন্ধানের জন্য গবেষণাটি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজবে —
☞ফেমিনিজম কি সত্যিই নারীর মুক্তির আন্দোলন, নাকি এটি নতুন এক সামাজিক সংকট?
☞ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, তা কি ফেমিনিজমের বিকল্প হতে পারে?
☞আধুনিক ফেমিনিজম মুসলিম সমাজে কীভাবে প্রবেশ করছে এবং তার ফলাফল কী?
☞মিডিয়া ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ফেমিনিস্ট ধারণা কীভাবে প্রচারিত হচ্ছে?
☞পারিবারিক ও নৈতিক কাঠামো রক্ষায় ইসলামী চিন্তাধারার ভূমিকা কতটা কার্যকর?

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার পদ্ধতি মূলত নির্দেশ করে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপসংহার করা হবে।এই গবেষণায় লক্ষ্য হলো আধুনিক ফেমিনিজম এবং ইসলামী নারী দর্শনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।সুতরাং, গবেষণার পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক তথ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এ গবেষণাটি ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো হলো —

গ্রন্থভিত্তিক বিশ্লেষণ: ফেমিনিজম, ইসলাম ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক বই, প্রবন্ধ ও গবেষণা নিবন্ধ।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ: ইসলামি নারী অধিকার ও পশ্চিমা ফেমিনিজমের ধারণার তুলনা।

দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :সামাজিক প্রভাব, নৈতিকতা ও পারিবারিক মূল্যবোধের পর্যালোচনা।

১.৫ গবেষণার কাঠামো

গবেষণার কাঠামো মূলত নির্দেশ করে, থিসিসের প্রতিটি অধ্যায় কী উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হয়েছে।

এই গবেষণার কাঠামো নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:

এই থিসিসে মোট **৮টি অধ্যায়** রয়েছে—

অধ্যায়১ভূমিকা

অধ্যায়২ ফেমিনিজমের উৎপত্তি ও বিকাশ

অধ্যায়৩ পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

অধ্যায়৪ ইসলাম ও নারীর অধিকার: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

অধ্যায়৫ আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ

অধ্যায়৬ ফেমিনিজমের মুখোশ ও প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ

অধ্যায়৭ পাশ্চাত্য নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীর মর্যাদা

অধ্যায়৮ আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের ফলাফল ও সামাজিক বাস্তবতা

অধ্যায়৯ উপসংহার

এই নয়টি অধ্যায়ের মাধ্যমে **“ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস”** টপিকটি এ থিসিসের মাধ্যমে আলোচনা করা হবে

অধ্যায় ২ :ফেমিনিজমের উৎপত্তি ও বিকাশ

২.১ ফেমিনিজমের সংজ্ঞা ও ধারণা

ফেমিনিজমের সংজ্ঞা

নারীবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Feminism. Feminism শব্দটি এসেছে ফরাসী শব্দ Féminisme থেকে। Femme অর্থ নারী, isme অর্থ মতবাদ। নারীবাদ (Feminism) হলো একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মতবাদ ও আন্দোলন, যার মূল লক্ষ্য হলো— নারী ও পুরুষের মাঝে সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা। নারীবাদ নারীদের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য, শোষণ, সহিংসতা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারীর স্বাধীনতা, সম্মান ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

নারীবাদী Christina Hoff Sommers এর মতে, নারীবাদ হচ্ছে, A concern for women and a determination to see them fairly treated.' বিশিষ্ট নারীবাদী চিন্তাবিদ ` Kamla Basin ও Nighat Said Khan তাদের Workshop on South Asian Women এ নারীবাদ সম্পর্কে বলেন,

‘An awareness of women's oppression and exploitation in society, at work and within the family, and conscious action by women and men to change this situation.’

Olive Banks তার Faces of Feminism গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যে গোষ্ঠী নারীর অবস্থান কিংবা নারী সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনে প্রয়াসী তাদের নারীবাদী বলে আখ্যা দেয়া হয়।

Rosemarie Putnam tong তার Feminist Thought গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

No doubt feminist thought will eventually shed these labels for others that better express its intellectual and political commitments to women.

ফেমিনিজমের মূল ধারণা

ফেমিনিজম একটি মতবাদ, যা সমাজে নারীর সমান অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দাবি করে।এটি এমন একটি চিন্তাধারা যা মনে করে — নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান মানবিক মর্যাদা ও সুযোগের দাবিদার।তবে সময়ের সাথে ফেমিনিজম শুধুমাত্র “সমতা”র দাবিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পর্যন্ত পুনর্ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখিয়েছে।

ফেমিনিজমের মূল ধারণাগুলো নিচে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা হলো —

১.সমতা

ফেমিনিজমের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক সমতা নিশ্চিত করা।

নারী যেন শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, আইন ও সিদ্ধান্তগ্রহণে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতে পারে।

উদাহরণ: ভোটাধিকার, সমান বেতন, এবং শিক্ষার সমান সুযোগ।

২.স্বাধীনতা

নারী যেন নিজের জীবন, চিন্তা, পেশা, পোশাক ও সম্পর্ক বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে—

এটাই ফেমিনিজমের অন্যতম লক্ষ্য।

"My body, my choice" ধরণের স্লোগান এ ধারণার প্রতিফলন।

এই স্বাধীনতা অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পরিবার ও নৈতিকতার সীমানা ভেঙে দেয়—যা সমালোচনার মূল কারণ।

৩. আত্মপরিচয়

ফেমিনিজম নারীকে কেবল মা, স্ত্রী বা কন্যা হিসেবে নয়—একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি (Individual) হিসেবে দেখতে চায়।

নারী তার নিজের পরিচয় ও সিদ্ধান্তের অধিকার রাখে।এই ধারণার মাধ্যমে নারীর আত্মসম্মান ও মানসিক শক্তি জোরদার করার কথা বলা হয়।

৪. সামাজিক ন্যায়

ফেমিনিজম মনে করে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নিপীড়ন বন্ধ না হলে প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তাই সামাজিক সংস্কার ও আইনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ফেমিনিজমের অন্যতম লক্ষ্য।

৫.অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা

নারী যেন কর্মজীবনে অংশ নিতে পারে এবং নিজ আয়ে নির্ভরশীল হতে পারে — এটি ফেমিনিজমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এটি নারীর মর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষা করে, তবে অতিরিক্ত বস্তুবাদ পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করে দেয়।

৬.পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা

ফেমিনিজম দাবি করে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ নারীর অধিকার সীমিত করেছে।

তাই এই পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) কাঠামো পরিবর্তন না করলে নারীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়।

তবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজে নেতৃত্ব বা দায়িত্ব ভাগাভাগি ন্যায় ও পরিপূরক ভূমিকার উপর ভিত্তি করে, সংঘাতের উপর নয়।

৭.সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা

নারী যেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মের মধ্যে নিজের চিন্তা, পোশাক, ও আচরণ নির্ধারণ করতে পারে — এ দাবিও ফেমিনিজমের অংশ।

তবে এই স্বাধীনতা অনেক সময় ধর্মীয় ও নৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

৮.নারী-পুরুষ পারস্পরিক সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতা

প্রাথমিক ফেমিনিজম নারী ও পুরুষের পরিপূরক সম্পর্কের কথা বললেও, আধুনিক ফেমিনিজমে সেই সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে।

এটি পরিবারভিত্তিক সমাজের স্থিতি নষ্ট করে, যা "পারিবারিক ধ্বংস"-এর মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়।

ফেমিনিজমের প্রকারভেদ

নিচে ফেমিনিজমের প্রধান প্রকারভেদ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো —

১.উদারবাদী ফেমিনিজম (Liberal Feminism)

মূল ধারণা:

উদারবাদী ফেমিনিজম নারী ও পুরুষের মধ্যে আইনগত ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে। এরা বিশ্বাস করে, সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতি সম্ভব শিক্ষা, আইন ও কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে।

লক্ষ্য:

- সমান বেতন
- ভোটাধিকার
- শিক্ষায় সমান সুযোগ
- পেশাগত ও রাজনৈতিক অধিকার

সমালোচনা:

এটি মূলত মধ্যবিত্ত নারীদের অধিকার নিয়েই বেশি কাজ করে, গ্রামীণ বা শ্রমজীবী নারীদের বাস্তবতা এতে উপেক্ষিত থাকে।

২.র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিজম (Radical Feminism)

মূল ধারণা:

এই ধারা মনে করে, সমাজের মূল কাঠামোই পুরুষতান্ত্রিক (Patriarchal), যা নারীকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখে। তাই এই কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলাই নারীর মুক্তির একমাত্র উপায়।

মূল লক্ষ্য:

- পুরুষের আধিপত্য ভাঙা
- যৌন স্বাধীনতা
- পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা

সমালোচনা:

র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিজম অনেক সময় পুরুষবিরোধী অবস্থান নেয় এবং পরিবার প্রতিষ্ঠানকে "নারী নিপীড়নের কেন্দ্র" হিসেবে তুলে ধরে।

৩.মার্কসবাদী বা সমাজতান্ত্রিক ফেমিনিজম (Marxist/Socialist Feminism)

মূল ধারণা:

এই ধারা মনে করে নারীর শোষণের মূল কারণ হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সম্পদের অসম বণ্টন।

নারীকে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল রেখে পুঁজিবাদ তাদের শ্রমকে শোষণ করে।

লক্ষ্য:

- নারীকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ করা
- অর্থনৈতিক সমতা ও সম্পদের ভাগাভাগি
- পরিবারে শ্রমের ন্যায্য মূল্যায়ন

সমালোচনা:

এটি অনেক সময় ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে।

৪.সাংস্কৃতিক ফেমিনিজম (Cultural Feminism)

মূল ধারণা:

নারীর মধ্যে থাকা সহানুভূতি, ভালোবাসা ও মানবিকতা—এই মূল্যবোধগুলোই সমাজে

ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। অর্থাৎ নারী হওয়া কোনো দুর্বলতা নয়, বরং সমাজের জন্য একটি বিশেষ শক্তি।

লক্ষ্য:

- নারীর অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন
- মাতৃত্ব, ভালোবাসা, সৃষ্টিশীলতা—এসবকে নারীর শক্তি হিসেবে দেখা

সমালোচনা:

এটি অনেক সময় নারীর জীবনের সীমাবদ্ধতাকে প্রাকৃতিক বা "জৈবিক ভাগ্য" হিসেবে মেনে নেয়।

২.২ পশ্চিমা নারীবাদ ধারণার সূত্রপাত

১৮–১৯ শতকে পশ্চিমা দেশগুলোতে নারীকে "দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক" হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তার বিপরীতেই শুরু হয় নারীবাদ আলোচনা। পশ্চিমা নারীবাদ মূলত ইউরোপ ও আমেরিকার প্রেক্ষাপটে গঠিত নারীবাদের ধারা। তবে এটি প্রথম সামনে আসে ১৮৯৩ সালে। নিউজিল্যান্ড বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নারীদের ভোটাধিকার দেয়ার মাধ্যমে নারীবাদের সূত্রপাত হয়। এরপর ধীরে ধীরে নারীবাদ ইস্যুটিকে লুফে নেয় আমেরিকা ও ইউরোপ। নিচে নারীবাদের কয়েকটি স্তর উল্লেখ করা হলো:

প্রথম তরঙ্গ- নারীর ভোটাধিকার (- ১৯৬০ পর্যন্ত) :

পশ্চিমা দেশগুলোতে নারী "দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক" মর্যাদা পেত। ১৮৪৮ সালে নারীর নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সেনেকা ফলস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর যুক্তরাজ্যে নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে "সাফ্রাজেট আন্দোলন" নামে নারী আন্দোলন হয়।পরিস্থিতি বুঝে নিউজিল্যান্ড ১৮৯৩ সালে ও অস্ট্রেলিয়া ১৯০২ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়। ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র একই পথ অনুসরণ করে। যুক্তরাজ্য ১৯১৮ সালে শুধু ধনী/ বিত্তবান নারীদের ভোটাধিকার দিলেও আন্দোলনের মূখে ১৯২৮ সালে সব নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করে।

দ্বিতীয় তরঙ্গ- ব্যাক্তি ও যৌন স্বাধীনতা (১৯৬১-১৯৮০)

এই সময়কাল ছিল নারীবাদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের যুগ। দ্বিতীয় তরঙ্গ নারীবাদ প্রথম তরঙ্গের চেয়ে অনেক বিস্তৃত এবং গভীর ছিল। এটি নারীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোর পাশাপাশি যৌন স্বাধীনতা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে।

কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও বেতন:

"Equal Pay for Equal Work" স্লোগান ধারণ করে নারীরা দাবি জানায় তারা যেন পুরুষদের সমান বেতন ও পদোন্নতির সুযোগ পান। এই দাবির ফলে 1963 সালে যুক্তরাষ্ট্রে "Equal Pay Act" পাশ হয়। অনেক দেশে এ আইন কার্যকর আছে। বাংলাদেশেও সরকারি এবং বেসরকারি কর্পোরেট চাকরিতে নারীরা পুরুষের সমান বেতন ও পদোন্নতি পায়।

গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণ:

এসময় নারীরা নিজের দেহের উপর নিজের অধিকার চায়। নারীরা যখন ইচ্ছা গর্ভধারণ করবে, যখন ইচ্ছা গর্ভপাত করবে। পুরুষের চাওয়া-পাওয়া বা ইচ্ছার দিকটি চুড়ান্তভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৩ সালে গর্ভপাতকে বৈধতা দিলেও ২০২২ সালে তা বাতিল করে। অনেক দেশে এ অধিকার নিশ্চিত করায় মূলত এ সময়েই জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার শুরু হয়।

যৌন স্বাধীনতা:

নারীরা নিজের ইচ্ছামতো যৌনতা চর্চা করার অধিকার চায়। নারীর যখন ইচ্ছা সেক্স করবে। স্বামী চাইলেও নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে সেক্স করতে পারবে না। আবার নারী চাইলে স্বামীর সেক্স করতে হবে। হউক তা ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, এই দাবির সঙ্গে নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ, শরীরের ওপর অধিকার, এবং বৈবাহিক ধর্ষণের বিরুদ্ধেও আন্দোলন যুক্ত ছিল। স্ত্রীর সামান্য অমতে স্বামী সেক্স করলে স্ত্রী তা ধর্ষণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারবে। সেইসাথে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করতে পারবে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশে নারী সংস্কার কমিশনের নারীবাদিগণ বৈবাহিক ধর্ষণের বিষয়টি সামনে আনে। এতে দাম্পত্য জীবনে কলহ বৃদ্ধি, বিবাহ-বিচ্ছেদ বৃদ্ধি ও পুরুষের যৌন চাহিদার অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

তৃতীয় তরঙ্গ – পরিচয়ের বৈচিত্র্য ও যৌন স্বাধীনতার উগ্রতা (১৯৯১–২০১০)

দ্বিতীয় তরঙ্গের পরে নারীবাদ কিছুটা থিতিয়ে পড়লেও ১৯৯০-এর দশকে আবার নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। এই তরঙ্গ নারীবাদকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়—যেখানে নারীর পরিচয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যৌনতা, শ্রেণি, জাতি, ধর্ম এবং লিঙ্গ পরিচয়ের ভিন্নতা গুরুত্ব পায়। নারীবাদের ৩য় তরঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট হলো:

পরিচয়ের রাজনীতি:

এই তরঙ্গে নারীরা শুধু 'নারী' পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও বিস্তৃত পরিচয় নিয়ে হাজির হয়—যেমন কৃষ্ণাঙ্গ নারী, মুসলিম নারী, ট্রান্সজেন্ডার নারী, সমকামী নারী ইত্যাদি।

এইসব পরিচয়ের ভিন্নতাকে গুরুত্ব দিয়ে নারীবাদীরা দাবি করেন—সবার অভিজ্ঞতা এক নয়, তাই সবার অধিকার ও প্রয়োজনও ভিন্ন হবে।

'গার্ল পাওয়ার' ও যৌনতার বাণিজ্যিকীকরণ:

তৃতীয় তরঙ্গে 'Girl Power' বা 'নারীর শক্তি' স্লোগানে নারীরা নিজেদের পোশাক, মেকআপ, যৌনতা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপন করার অধিকার চায়। তবে এই 'শক্তি' ব্যবহারের ধরন অনেক সময় এতটাই উগ্র ও অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে যে তা মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে নারীবাদকে বিকৃত করে ফেলে।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান:

তৃতীয় তরঙ্গ নারীবাদীরা ধর্মীয় বিধিনিষেধকে 'নারী বিরোধী' বলে প্রচার করে। বিশেষত মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা সম্পর্কে বলা হয়—এটি পুরুষতান্ত্রিক শৃঙ্খল।

বিয়ে ও পরিবারের প্রতি বিতৃষ্ণা:

এই সময় নারীবাদীরা বিয়ে এবং পরিবারের গঠনকে পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করে। অনেকেই বলে—"বিয়ে হলো নারীর দাসত্বের শুরু"। তাই তারা বিয়েকে না বলার অধিকার, একক মাতৃত্ব, অথবা লিভ টুগেদার সম্পর্কের পক্ষে সোচ্চার হন। এর ফলে বিবাহ হার কমে যায়, পরিবার ভেঙে পড়ে, এবং সন্তানরা বেড়ে ওঠে ভঙ্গুর মানসিক পরিবেশে।

চতুর্থ তরঙ্গ – ডিজিটাল ফেমিনিজম ও পুরুষ বিদ্বেষ (২০১১–বর্তমান)

নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ শুরু হয় ২০১১ সালের পর থেকে, যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, হ্যাশট্যাগ আন্দোলন এবং অনলাইন প্রচারণা নারীবাদী কর্মকাণ্ডের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই তরঙ্গ মূলত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-কে ব্যবহার করে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব হয়। তবে এই তরঙ্গে অনেক সময় পুরুষ বিদ্বেষ, চরম একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

ডিজিটাল নারীবাদ ও হ্যাশট্যাগ বিপ্লব:

এই সময় নারীবাদ মূলত সোশ্যাল মিডিয়া ভিত্তিক আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায়। আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারীরা তাদের উপর ঘটে যাওয়া যৌন হয়রানির গল্প শেয়ার করতে থাকেন। হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে পুরুষদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির মামলা সামনে আসে, যা আগের সমাজে চেপে যেত। তবে বিচার না হতেই বহু পুরুষকে জনসমক্ষে "ধর্ষক" বা "অপরাধী" তকমা দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও পুরুষের কর্মক্ষেত্র, পরিবার ও সামাজিক জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। এই প্রবণতাকে অনেকে বলেন "ডিজিটাল বিচার ব্যবস্থা" বা "মিডিয়া ট্রায়াল"।

যৌনতা ও শরীরের প্রদর্শন:

এই তরঙ্গে নারীরা নিজেদের শরীরকে সম্পূর্ণভাবে তাদের "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" ঘোষণা করে। "My Body, My Choice"—এই স্লোগানের আড়ালে নারীরা যেকোনো পোশাক পরা, খোলামেলা ছবি পোস্ট করা, এমনকি OnlyFans বা নগ্নতা নির্ভর প্ল্যাটফর্মেও কাজ করাকে "নারীর অধিকার" বলে প্রচার করে। অনেক নারী বলছেন, এ তাদের স্বাধীনতা। সমালোচকেরা বলেন, এভাবে নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে তারা নিজেরাই পণ্যে পরিণত করছেন।

পুরুষ বিদ্বেষ ও টক্সিক ফেমিনিজম

চতুর্থ তরঙ্গ নারীবাদে কিছু নারীবাদী গোষ্ঠী শুধু নারীর অধিকারের কথা না বলে পুরুষদেরকে সমাজের মূল সমস্যার মূল উৎস হিসেবে দেখাতে শুরু করে। এই চরমপন্থী মনোভাবকে বলা হয় "Toxic Feminism" বা "Radical Feminism"। এর নেতিবাচক দিকগুলো হলো:

- পুরুষদের 'toxic masculinity' বা 'বিষাক্ত পুরুষত্ব' বলা হয়, কিন্তু নারীর নিজের আচরণ নিয়ে কথা বলা হয় না।
- অনেক সময় শুধুমাত্র পুরুষ হওয়ার কারণে পুরুষদের দমন করার পক্ষে মত দেওয়া হয়।
- কিছু দেশে পুরুষ ও নারীর আইনি ভারসাম্য চরমভাবে নারীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, ফলে পুরুষরা হয়রানির শিকার হলেও ন্যায়বিচার পায় না।

পরিবার, বিয়ে ও মাতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ

এই তরঙ্গে বিয়ে-বিচ্ছেদ, একক মাতৃত্ব, গর্ভপাত, লিভ টুগেদার—এসব বিষয়কে প্রচণ্ডভাবে প্রোমোট করা হয়। 'স্বাধীনতা' আর 'অধিকার'-এর নামে পরিবার ও সমাজ কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলা হয়। বিয়েকে "পুরুষতান্ত্রিক শৃঙ্খল" বলা হয়। গর্ভপাতকে নারীর অধিকার বলা হলেও, গর্ভস্থ শিশুর প্রাণের অধিকার একেবারে উপেক্ষিত থাকে।

ইসলাম ও চতুর্থ তরঙ্গ নারীবাদ

এই তরঙ্গে পশ্চিমা নারীবাদীরা ইসলামি পোশাক, হিজাব, পর্দা ইত্যাদিকে 'নারী নিপীড়নের প্রতীক' বলে সমালোচনা করে। অথচ বহু মুসলিম নারী নিজের ইচ্ছায় হিজাব বা পর্দা গ্রহণ করেন। পশ্চিমা নারীবাদ এ জায়গায় এসে 'পছন্দের স্বাধীনতা' কথাটিকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে, যা দ্বিচারিতার পরিচয়।

চতুর্থ তরঙ্গ নারীবাদ ডিজিটাল যুগে নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হয়রানির বিষয়গুলো সামনে এনেছে, যা ইতিবাচক দিক। কিন্তু এর সঙ্গে পুরুষ বিদ্বেষ, নৈতিক অবক্ষয়, এবং পরিবারবিরোধী চিন্তাধারা যুক্ত হয়ে এটি ক্রমেই চরমপন্থী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। মুসলিম

সমাজ ও রক্ষণশীল সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই নারীবাদ এক গভীর সাংস্কৃতিক সংকট তৈরি করছে, যেখানে নারী-পুরুষ সম্পর্ক অবিশ্বাস ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তরে চলে যাচ্ছে।

২.৩ মুসলিম সমাজে ফেমিনিজমের বিস্তার

প্রথম ধাপ শুরুটা হয় যৌক্তিক কিছু অভিযোগ, কিছু ক্ষোভ দিয়ে। এমন অনেক মুসলিম পুরুষ আছে যারা স্ত্রীর হক্ক আদায় করে না, স্ত্রীর ওপর যুলুম করে। এমন অনেক মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে যারা এই যুলুমের বিষয়গুলো এড়িয়ে যায়। নারীর প্রয়োজন এবং তাকে উপযুক্ত সহায়তা দেয়ার দিকগুলো তারা উপেক্ষা করে। এমন অনেক মুসলিম দেশ আছে, যেখানে এ ধরনের যুলুমগুলোকে একধরনের সামাজিক বৈধতা দেয়া হয়। অনেক সমাজে কন্যাসন্তানকে অবহেলা করা হয়। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো যাবা এই যুলুমগুলো করে অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের যুলুমকে দ্বীন ইসলামের নামে বৈধতা দিতে চায়।এই সমস্যাগুলো আছে, এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। একইসাথে এটাও বোঝা দরকার যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান নারীবাদ না। এর সমাধান হলো ইসলামী জ্ঞানের যে কমতি আছে, শরীয়াহর ব্যাপারে যে অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে আছে সেটা দূর করা। এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয় হকপন্থী আলিমদের মাধ্যমে। ওইসব আলিম ও দাঈদের মাধ্যমে, যারা মডার্নিসম, লিবারেলিসম এবং নারীবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত। দুঃখজনকভাবে, এই ইলম আজ দুর্লভ। ফলে অনেক মুসলিম নারী এবং পুরুষ নিম্ন হতাশা এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে নারীবাদকে।এভাবেই শুরু হয় নারীবাদের পথে একজন মুসলিমের পথচলা।নারী নির্যাতন যদি অসুখ হয় তাহলে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা হলো এর সহজাত, প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অন্যদিকে নারীবাদ হলো এমন এক বিষাক্ত ওষুধ, যার ফলে রোগ হয়তো অল্প কিছুটা দূর হবে কিন্তু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় একদিকে রোগী মরার দশা হবে অন্যদিকে আরও দশটা নতুন অসুখ দেখা দেবে।নারী নির্যাতনের বিষয়টা নারীবাদ কীভাবে উপস্থাপন করে?নারীবাদ উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে বলে, 'সবকিছুর মূলে হলো পুরুষতন্ত্র।' নারীবাদের বক্তব্য হলো-পুরুষ জাতটাতেই সমস্যা। যেসব নারী পুরুষতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে তারাও সমস্যার অংশ। নারীবাদের মতে, পুরুষরা সহজাতভাবে নারীকে শোষণ আর নির্যাতন করতে চায়। চায় নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিতে। এটা হলো বাস্তব সমস্যা আর ন্যায্য অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ ভাষার ব্যবহার। আর একসময় সমস্যাকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে ভাষাই। **দ্বিতীয় ধাপ** প্রথম ধাপে ক্ষোভ এবং অভিযোগের কারণ ছিল কিছু পুরুষ এবং নারীর যুলুম। দ্বিতীয় ধাপে অভিযোগ ও ক্ষোভগুলো বাস্তবতা থেকে মোড় নেয় নানা বিমূর্ত, মতাদর্শিক দিকে।অমুক ইসলামী কনফারেন্সে কোনো নারী বক্তাকে রাখা হয়নি কেন? অনুষ্ঠানের পোস্টারে পুরুষ বক্তাদের ছবি থাকলেও নারী বক্তাদের ছবি নেই কেন?হিজাব নিয়ে পুরুষ

ইমামরা কেন লেকচার দিচ্ছে? মুসলিম নারীরা কী পরবে সেটানিয়ে পুরুষরা কেন কথা বলবে?নারী ও পুরুষের সালাতের জায়গার মাঝখানে পার্টিশান কেন? আজকের যুগেও নারীপুরুষের মেলামেশায় কেন এত কড়াকড়ি? কেন নারী আর পুরুষের স্থান পৃথক হবে?পুরুষ হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পাবার কথা মুসলিম পুরুষরা কেন স্বীকার করে না?নারীদের কেন শালীন আর বিনম্র হতে হবে? পুরুষ কেন নারীর বিষয়ে কথা বলবে?পুরুষরা কেন নারীবাদ নিয়ে কথা বলবে?নারীবাদ ঢালাওভাবে পুরুষের বিরুদ্ধে শোষক ও নিপীড়ক হবার অভিযোগ তোলে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাওয়া অভিযুক্তের অধিকার। কিন্তু যখনই কোনো পুরুষ সেটা করতে যায় তখন সেটা হয়ে যায় 'পুরুষতান্ত্রিক বয়ান'। নারীবাদের কাছে সব প্রশ্নের মুখস্থ উত্তর একটাই-পুরুষতন্ত্র। সবকিছুর জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্র।প্রথম ধাপে সমস্যাগুলো সংজ্ঞায়িত হয়েছিল ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী নারী ও পুরুষের হক এবং যুলুম ও ইনসাফের জায়গা থেকে। দ্বিতীয় ধাপে এসে আলোচনার কাঠামো গড়ে ওঠে এবং চালিত হয় পশ্চিমা নারীবাদী এবং লিবারেল অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এর প্রমাণ হলো দ্বিতীয় ধাপের মুসলিম নারীবাদীরা এমন অনেক বিষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় যেগুলো কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী আইন ও শরীয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন: পর্দা, ঘরের বাইরে নারীর চলাফেরা, নারী ও পুরুষের মেলামেশা; বিশেষ করে গাইর-মাহরাম পুরুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শরীয়াহর সীমারেখা, ইত্যাদি।অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্বিতীয় ধাপের মুসলিম নারীবাদীরা ইসলাম সম্পর্কে খুব একটা জানে না। যেসব বিষয়ে তারা আপত্তি তোলে সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামী আইন এবং কুরআন-সুন্নাহর ন-সুন্নাহর দলিলের অবস্থান তাদের অজানা। এ বিষয়গুলো যখন জানানো হয় তখন তারা এগিয়ে যায় তৃতীয় ধাপের দিকে।

তৃতীয় ধাপ এই ধাপে এসে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় ইসলামী ইলম এবং ইলমের সিলসিলাকে। দ্বিতীয় ধাপে অভিযোগ ছিল মুসলিম সমাজের বিভিন্ন আচার আর বিধিবিধান নিয়ে। তৃতীয় ধাপে এসে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে অতীত প্রজন্ম এবং আলিমগণকে।নারীবাদের দর্শন অনুযায়ী, নারীদের আজ যে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে তার মূল কারণ পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্র হলো এমন এক অশুভ ব্যবস্থা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীদের শোষণ করে আসছে। কাজেই নারীবাদের জায়গা থেকে এটা ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে অতীত প্রজন্মগুলোর সময়েও পুরুষতন্ত্র ছিল এবং আজকের চেয়ে আরও শক্তিশালী ছিল।এমন অবস্থায় একজন নারীবাদী নিজেকে প্রশ্ন করে-ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে যে আলিমরা এসেছেন তাঁরা সবাই কি এই পুরুষতন্ত্রের অধীনেই ছিলেন না? পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা আর নারীবিদ্বেষের লেন্সের আলোকেই কি তাঁরা তাদের ফতোয়াগুলো লেখেননি? যে নারীবিদ্বেষ আজকের আলিমদের মধ্যে আমরা দেখি সেটা কি কয়েকশ কিংবা হাজার বছর

আগের আলিমদের মধ্যে আরও বেশি মাত্রায় ছিল না?ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো সময়ের যেকোনো আলিমের বই খুললে আমরা এমন অসংখ্যা অবস্থান পাব যেগুলো শরীয়াহর দিক থেকে, কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে সঠিক। কিন্তু নারীবাদের দৃষ্টিতে 'পুরুষতান্ত্রিক' এবং 'নারীবিদ্বেষী'। এ কারণেই তৃতীয় ধাপে এসে এমন অনেক নারীকে দেখা যায়, একসময় যারা খুব আগ্রহ নিয়ে ইলম অর্জনের চেষ্টা করত-হয়তো কোনো আলিমের অধীনে কিংবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা নিয়ে পড়ত, কিন্তু তারা যখন আলিমগণের লেখায় এমন কিছু খুঁজে পায়, যা নারীবাদের সংজ্ঞানুযায়ী 'ভুল' বা 'ঘৃণ্য', তখন ইলম থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। পুরো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের আলিমগণ তাদের চোখে পরিণত হয় পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূতে।মুসলিম নারীবাদী তখন সিদ্ধান্ত নেয় সে কোনো আলিমের (অতীত কিংবা বর্তমান) কথা শুনবে না। সে সরাসরি কুরআন আর সুন্নাহর কাছে যাবে। কেবল কুরআন আর সুন্নাহই পুরুষতন্ত্রের কালো থাবা থেকে মুক্ত।

চতুর্থ ধাপকুরআন ও সুন্নাহয় তারা এমন অবস্থান দেখতে পায়, যা নারীবাদের মানদণ্ডে টিকে না।

- সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত
- সূরা বাকারার ২২৮ নং আয়াত
- দুই জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান.
- উত্তরাধিকারের ব্যাপারে শরীয়াহর অবস্থান।
- আকল ও দ্বীনে নারীর অসম্পূর্ণতা
- জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে নারী
- যদি কোনো মানুষকে সিজদাহ করার অনুমতি থাকত তাহলে স্বামীকে সিজদাহ করার হাদীস...

মুসলিম ফেমিনিস্ট এমন আয়াত ও হাদীসের মুখোমুখি হয়, যেগুলো নারীবাদের অবস্থান থেকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব না। কীভাবে সে নারীবাদের আদর্শের সাথে এই আয়াত ও হাদীসগুলোর সমন্বয় করবে? কীভাবে আল্লাহ এতগুলো আয়াত এবং হাদীস নাযিল করলেন, যেগুলো নারীবাদের সংজ্ঞানুযায়ী নারীবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই না?মরিয়া হয়ে সে সমন্বয়ের চেষ্টা করে-হয়তো এই সবগুলো আয়াত আর হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হয়তো চেষ্টা করলে নারীবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো-না-কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে। যে ওয়াহিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্পষ্টভাবে বুঝেছে, যা এখনো পর্যন্ত প্রজ্ঞা,ভাষাগত উৎকর্ষ এবং ন্যায়ের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে-হয়তো সেটাকে গত ১০০ বছরের সেক্যুলার জেন্ডার স্টাডিস প্রফেসরদের অসংলগ্ন প্রলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে!কিন্তু এই মনোভাব খুব বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। চতুর্থ ধাপে পৌঁছানোর পর 'মুসলিম

ফেমিনিস্ট' উপলব্ধি করে যে বৃত্তকে কখনো ত্রিভুজ বানানো যায় না। নারীবাদের সাথে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর একমাত্র উপায় হলো কুরআনের ঐশ্বরিক উৎসকে অস্বীকার করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর প্রয়োগযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করা।এই ধাপের নারীবাদীদের মধ্যে এমন অনেককে আপনি পাবেন যারা বলে-আমাদের কুরআনকে না বলা শিখতে হবে। এমনকি এমনও মানুষ পাবেন, যারা নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপার কুৎসিত-সব শব্দ ব্যবহার করে, কারণ তাঁরা নাকি 'পুরুষতান্ত্রিক'! চতুর্থ ধাপে এসে নারীবাদীরা অবলীলায় এমন-সব কথা বলে, যা স্পষ্ট কুফর। একই সাথে এমন-সব বিষয়ের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে যেগুলো ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। যেমন: জামাতের সালাতে কোনো মহিলাকে ইমাম বানানো, মুসলিম নারীর সাথে কাফির পুরুষের বিয়ে, সমকামিতার বৈধতা, ট্র্যান্সজেন্ডারিসমের পক্ষে অবস্থান, যিনা এবং ব্যভিচারকে জায়েজ মনে করা, ইত্যাদি।এটা কীভাবে সম্ভব?

কারণ, চতুর্থ ধাপে পা দেয়া 'মুসলিম' ফেমিনিস্ট এরই মধ্যে ইতিহাসের সব আলিমের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শরীয়াহর চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় এবং আবশ্যক কোনো অবস্থান থাকতে পারে যা মুসলিমদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে-এটাও সে অস্বীকার করে বসেছে। যখনই কেউ বলে-আল্লাহ আমাদের এমনটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন-তখনই পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি সাব্যস্ত করে নারীবাদীরা তাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়। কারণ, তাদের কাছে কর্তৃত্বের ধারণাটাও পুরুষতন্ত্রের ফসল।খুব বেশি দিন চতুর্থ ধাপে থাকা যায় না। পরস্পরবিরোধী দুটো অবস্থান (ইসলাম এবং নারীবাদ) একসাথে নিজের মধ্যে ধারণ করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর একটা কাজ।এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবার পর, এমন-সব অবস্থান গ্রহণ করার পর নিজেকে মুসলিম মনে করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে যুক্ত হয় 'মুসলিম' ফেমিনিস্টদের অদ্ভুত কথাবার্তা এবং কুফরি অবস্থানের কারণে অন্যান্য মুসলিমদের কাছ থেকে আসা যৌক্তিক বিরোধিতা ও সমালোচনা। সবকিছু মিলিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকে। নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়েও তাদের মধ্যে তিক্ততা কাজ করে।আর তারপর...

পঞ্চম ধাপ পঞ্চম ধাপে এসে 'মুসলিম' ফেমিনিস্ট প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়। পৌঁছে যায় খাদের কিনারায়।আল্লাহ যদি নারী ও পুরুষের ব্যাপারে সাম্যবাদী হন তাহলে নিজের ব্যাপারে কুরআনে কেন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করলেন?আল্লাহ্ কেন প্রথমে আদমকে (আলাইহিস সালাম); একজন পুরুষকে সৃষ্টি করলেন? কেন প্রথমে নারীকে সৃষ্টি করলেন না?শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন একজন পুরষ? কেন নারী নন?কেন আল্লাহর ওয়াহি নারীর মাধ্যমে না এসে পুরুষের মাধ্যমে এল?জন্ম নেয় একের পর এক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের স্রোত একসময় তাকে নিয়ে যায় কুফর ও রিদ্দার অন্ধকারে। আর যে প্রশ্ন দিয়ে এ পথচলা শুরু হয়েছিল সেই প্রশ্নটাই শেষ ধাক্কা দিয়ে তাকে

খাঁদে ফেলে দেয়-আল্লাহ্ কেন পুরুষতন্ত্রকে টিকে থাকতে দিলেন? আল্লাহ্ কেন হাজার হাজার বছর ধরে বিলিয়ন বিলিয়ন নারীকে পরাধীন এবং ধর্ষিত হতে দিলেন?আর এই ধাপে এবং বাকি সব ধাপে নারীবাদের উত্তর একটাই-আল্লাহ বলে কেউ নেই। ধর্ম হলো পুরুষতন্ত্রের বানানো গল্প, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখা।

অধ্যায় ৩ :পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

পরিবার রাষ্ট্রের প্রথম স্তর, সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর (First Foundation Stone)। পরিবারেরই বিকশিত রূপ রাষ্ট্র। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। বৃহদায়তন পরিবার কিংবা বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ। আর বিশেষ পদ্ধতিতে গঠিত সমাজেরই অপর নাম রাষ্ট্র। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের মূলে নিহিত রয়েছে সুসংগঠিত সমাজ রাষ্ট্র, সমাজ। ও পরিবার ওতপ্রোত এবং পারস্পরিকভাবে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অপর কোনো একটির কল্পনাও অসম্ভব।

পরিবার সমাজেরই ভিত্তি। রাষ্ট্র সুসংবদ্ধ সমাজের ফলশ্রুতি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার ওপর। আবার সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পরিবারকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজের কল্পনা করা যায় না, তেমনি সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রও অচিন্তনীয়। তিন তলাবিশিষ্ট প্রাসাদের তৃতীয় তলা নির্মাণের কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় তলা নির্মাণের পরই সম্ভব, তার পূর্বে নয়।

একটি প্রাসাদের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব তার ভিত্তির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি এই পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবার ও সমাজের সুসংবদ্ধ দৃঢ়তার উপর রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব তেমনি নির্ভরশীল।

৩.১ পরিবারের অপরিহার্যতা

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই হয় মানুষের এ সামাজিক জীবনের সূচনা। মানুষ সকল যুগে ও সকল কালেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা প্রথম স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সোজা কথায় বলা যায়, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যে গুরুত্ব, প্রাচীনতম কালে মানুষের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা যখন শুরু হয়েছিল, মানবতার সেই আদিম শৈশবকালে পরিবার ছিল সেই গুরুত্বের অধিকারী। বংশ ও পরিবার সংরক্ষণ এবং তার সাহায্য-সহায়তার লক্ষ্যে দুনিয়ার বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনও চিরকাল সুনাম-সুখ্যাতি ও গৌরবের বিষয়রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আর নীচ বংশে ও নিকৃষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ বা আত্মীয়তা লাভ মানুষের হীনতা ও কলংকের

চিহ্নরূপে গণ্য হয়েছে চিরকাল। যে-ব্যক্তি নিজ পরিবারের হেফাযত, উন্নতি বিধান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে, সে চিরকালই বংশের গৌরবরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে পরিবারস্থ প্রত্যেকটি মানুষের নিকট।

৩.২ পরিবারের ভিত্তি

প্রাচীনকাল থেকেই পরিবার দু'ট ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়ে এসেছে। একটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বভাবজাত প্রবণতা। এই প্রবণতার কারণেই মানুষ চিরকাল পরিবার গঠন করতে ও পারিবারিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং পরিবারহীন জীবনে মানুষ অনুভব করেছে বিরাট শূন্যতা ও জীবনের চরম অসম্পূর্ণতা। পরিবারহীন মানুষ নোঙরহীন নৌকা বা বৃত্তচ্যুত পত্রের মতোই স্থিতিহীন।

আর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পরিবার ছিল বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র। সমাজ ও জাতি গঠনের জন্যে তা-ই ছিল একমাত্র উপায়। এ কারণে প্রাচীনকালের গোত্র ছিল অধিকতর প্রশস্ত; এতদূর প্রশস্ত যে, নামমাত্র রক্তের সম্পর্কেও বহু ব্যক্তি এক-একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারত। এমন কি বাইরে থেকে যে লোকটিকে পরিবারের মধ্যে শামিল করে নেয়া হতো, তাকেও সকলেই উক্ত পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে নিত। পরিবারের নিজস্ব একান্ত আপন লোকদের জান-মাল ও ইয্যতের যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো, সেই বাইরে থেকে আসা লোকটিরও হেফাযত করা হতো অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে। ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে 'মুতাবান্না'- পালিত পুত্র গ্রহণের রীতি ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। ইউরোপে এই সেদিন পর্যন্তও পালিত পুত্রকে আইন সম্মতভাবেই বংশোদ্ভূত সন্তানের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা হতো। রোমান সভ্যতার ইতিহাস এর চেয়েও অগ্রসর। সেখানে জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত পরিবারের অংশ বলে মনে করা হতো; মর্যাদা তার যত কমই হোক না কেন। এ থেকে এ সত্য জানতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিবারের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল। সেকালে জীবন-জীবিকার বেশির ভাগই নির্ভরশীল ছিল চতুষ্পদ জন্তু ও কৃষি উৎপাদনের ওপর। এজন্যে প্রত্যেকটি পরিবারই এক বিশেষ ভূখণ্ডের ওপর প্রাচীর নির্মাণ করে নিজেদের এলাকা নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত করে রাখত। সে সীমার মধ্যে অপর কোনো পরিবারের লোক বা জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারত না। এর ফলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দু-কলহের সৃষ্টি হওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর তাদের বিশেষ কোনো স্থানে একত্রিত ও সম্মিলিত হওয়ার মতো কেন্দ্র বলতে কিছুই ছিল না। তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো সূত্র বর্তমান থাকলেও উপায়-উপাদানের অভাব ও গোত্রীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এদিকে অগ্রসর হওয়ার পথে কঠিন বাঁধা হয়ে দাঁড়াত। এমনকি এক ভৌগোলিক

এলাকার মধ্যে যে-সব গোত্র বাস করত এবং যাদের মধ্যে জীবনের মূল্যমান ছিল এক ও অভিন্ন, তারাও পরস্পরের শত্রু এবং যুধ্যমান ও দ্বন্দু-সংগ্রামশীল হয়ে থাকত। প্রতিটি গোত্র অপর গোত্রকে চরম শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখত, পরস্পরের ক্ষতি সাধনের জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টাই তারা চালাত। মানবতার এই প্রাথমিক স্তরে নিজেও নিজ পরিবার-গোত্রের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কোনো বিষয় ও সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সম্ভব হত না কারো পক্ষে। আর চিন্তা ও কর্মের শত-সহস্র যোজন পার হয়ে আসার পর আজ মানুষও পারছে না আন্তর্জাতিক ও বিশাল মানবতার দৃষ্টিতে চিন্তা করার অভ্যাস করতে।

মানুষের নিকট নিজের জান ও মাল চিরকালই অত্যন্ত প্রিয় সম্পদ। এসবের জন্যেই মানুষ চেষ্টা ও শ্রম করত; সকল প্রকার বিপদ ও ঝুঁকির মুকাবিলা করত এবং তার সংরক্ষণের জন্যে সম্ভাব্য সকল রক্ষা-ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতো। তাদের প্রিয় জান-প্রাণ সুরক্ষিত রাখার সব উপায় ও পথ অবলম্বন করা হতো। আর এভাবেই তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন-জীবিকার দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষিত হতো।

মানুষ যখন দেখতে পায় যে, তার জান ও মালের সংরক্ষণ তার পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিপদ-মুসিবতে ভারাক্রান্ত সমগ্র পরিবেশের মধ্যে তার পরিবারই হচ্ছে তার একমাত্র আশ্রয়- এ পরিবারই তাকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করছে, শত্রুদের মুকাবিলায় সব সময়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, তার দুঃখ-দরদ ও বিপদ-মুসিবতের বেলায় তার সাথে সমানভাবে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন তার পক্ষে পরিবারের সাথে পূর্ণমাত্রায় জড়িত ও একাত্ম হয়ে থাকাই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

গোত্র ও পরিবারের এক-একটি ব্যক্তি যখন তার এতখানি সাহয্যকারী ও সংরক্ষক হয়, তখন সে নিজেও পরিবার ও পরিবারের প্রত্যেকের জন্য নিজের সব কিছু কুরবান করতে প্রস্তুত না হয়ে কিছুতেই পারে না। তার বিপদের সময় নিজের জীবন ও প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে অবশ্যই প্রস্তুত হবে। আর এ ভাবধারা থেকেই গোত্র ও পারিবারিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভাবধারা উৎসারিত হয়; আপন ও পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়; তখন নিজ পরিবারের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সুখ্যাতি প্রচার করা হয়; এ হচ্ছে মনের স্বাভাবিক ভাবধারার মূর্ত প্রকাশ। তাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে গৌরব করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাকে নিজের সৌভাগ্যের বিষয় বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানকালের রাজনৈতিক ও দলীয় নেতার প্রতি যেরূপ আনুগত্য ও ভক্তি-শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি ঘটে, তারই তাগিদে তাদের কীর্তিগাঁথাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়, তাদের ভুল-ভ্রান্তিকে ভালো অর্থে গ্রহণ করে তাকে সুন্দর ব্যাখ্যার চাকচিক্যময় বেড়াজালে লুকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা হয়; সেকালে বংশীয় নেতা ও গোত্রপতিদের

সম্পর্কেও গ্রহণ করা হতো অনুরূপ ভূমিকা। কেননা তাদের স্বপ্ন-সাধের বাস্তব প্রতিফলন তারা তাদের মধ্যেই দেখতে পেত। তাদের সাথে বন্ধন স্থাপন করেই তারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে তুলত।

এক কথায় বলা যায়, প্রাচীনকালে পরিবার ছিল এ কালের এক-একটি রাজনৈতিক দলের মতোই। এজন্যে সেকালের রাষ্ট্রনীতির বিস্তারিত রূপ আমরা দেখতে পাই সেকালের এক-একটি পরিবার-সংস্থার মধ্যে। সেকালের পরিবার অপর কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্য পালনের বাহন ছিল না; বরং পরিবারই ছিল সেখানে মুখ্যতম প্রতিষ্ঠান। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সেখানে সম্পর্ক স্থাপিত হতো 'রেহেম' ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে। এর-ই ভিত্তিতে পারিবারিক জীবনে আসত ভাঙন ও বিচ্ছেদ। যেখানে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তি ছিল বংশীয় সম্পর্ক, সেখানে বংশ ও পরিবারের গুরুত্ব যে কত দূর বেশি হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা চলে। এরূপ অবস্থায় মানুষ নিজেকে রক্ষা করার জন্যে আলো, পানি ও হাওয়ার মতো পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সাথে জড়িত হয়ে থাকতে বাধ্য হবে- এটাই স্বাভাবিক। অন্যথায় সে হয় নিজেকে আপন লোকেরই জুলুম-নির্যাতনের তলে নিষ্পিষ্ট করবে অথবা অপর লোকদের দ্বারা হবে সে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত।

কিন্তু সভ্যতার যখন ক্রমবিকাশ সংঘটিত হলো, জীবন-জীবিকা ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য অনান্য উপায়-উপাদান ও দ্রব্য-সামগ্রী যখন মানুষ করায়ত্ত করতে সমর্থ হলো তখন বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা স্থাপনের নানা পথ ও উপায় উদ্ভাবিত হলো। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বংশ ও রক্তের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের একই কেন্দ্রে মিলিত ও একত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হলো। এ অবস্থায় মানুষের মধ্যে একতা ও ঐক্য বিধানের জন্যে কেবল আত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কই একমাত্র ভিত্তি হয়ে থাকল না, স্বাভাবিক ও জৈবিক উপায় উপাদানের ঐক্য, ভৌগোলিক সীমা, ভাষা ও বর্ণের অভিন্নতা প্রভৃতি তার স্থান দখল করে বসল। ফলে পরিবার ও গোত্র সম্পর্কিত প্রাচীন ধারণা তলিয়ে যেতে লাগল, আর তার স্থানে জাতীয়তার বীজ বপিত ও অংকুরিত হয়ে ক্রমশ তা বর্ধিত হতে থাকল। পরিবার ও পারিবারিক ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। জাতি ও স্বদেশের প্রতি মানুষের লক্ষ্য আরোপিত হলো। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং ঘৃণা শত্রুতার মানদণ্ডও তখন পুরাপুরিভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

এ কারণে পরিবার আজকের দুনিয়ার সমাজ-বিজ্ঞানীদের নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, পরিবারের বাস্তবিকই কোনো গুরুত্ব আছে কি? আর গুরুত্ব থাকলেও তা কতখানি?মূলত এ প্রশ্ন অত্যন্ত গভীর সমাজতত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত। এর জবাব না পাওয়া গেলে সমাজের অন্যান্য সমস্যারও কোনো সমাধান লাভ করা

সম্ভব হতে পারে না। কাজেই বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে কয়েকটি দিকদিয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে:১. সমাজের সাফল্য ও উন্নতি লাভের জন্যে পরিবার কি সত্যিই জরুরী?২. পুরুষ ও নারীর মাঝে সম্পর্কের সাধারণ রূপ কি এবং উভয়ের কর্মক্ষেত্রের সীমা কতদূর প্রসারিত?৩. পরিবারের ক্ষেত্রই-বা কতখানি প্রশস্ত?৪. পরিবারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

সমাজ পরিসরে পরিবারের গুরুত্ব

পরিবার গঠন ও রূপায়ণ এবং তার সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলার আগে একটি মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হবে; আর তা হচ্ছে সমাজ ও সামাজিক জীবনের সাফল্যের জন্যে পরিবার কি সত্যই অপরিহার্য? সুষ্ঠু রীতি-নীতির ভিত্তিতে পরিবার গঠন না করে সামগ্রিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া কি সমাজের পক্ষে সমাজের ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব? পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা কি আমাদের জীবনে এতই গভীর ও জটিল যে, তাকে উপেক্ষা করলে জীবন মহাশূন্যতায় ভরে যাবে?..... কিংবা এ বিষয়গুলো তেমন গুরুতর কিছু নয়; এবং সহজেই তাকে উপেক্ষা করা চলে? পরিবার ভেঙ্গে দেয়ার পর রাষ্ট্র ও সরকার কি সুষ্ঠু সামাজিক জীবন গঠনের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারবে?যেহেতু সমাজের উন্নতি কিংবা পতনের ব্যাপারে পরিবার ও পারিবারিক জীবন যদি সত্যিই কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। আর যদি সমাজের সাফল্য ও সামাজিক জীবনের কল্যাণ লাভের ওপর নির্ভরশীলই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা গোটা সমাজের পক্ষেই মারাত্মক। কাজেই প্রশ্নটির জবাব নির্ধারণের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী স্বামী ও স্ত্রী- সঠিক মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ-ও এ প্রশ্নের জবাবের ওপরই নির্ভরশীল।

মানব জীবনের লক্ষ্য

শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই হচ্ছে মনব-জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, মানব মনের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা। এদিক দিয়ে সব মানুষই সমান। উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, গরীব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামবাসী-শহরবাসী এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। সিংহাসনারূঢ় বাদশাহ আয় ছিন্নষস্ত্র পরিহিত দীনাতিদীন কুলি-মজুর সমানভাবে দিন-রাত্রি এ উদ্দেশ্যেই কর্ম নিরত হয়ে রয়েছে। কর্মপ্রেরণার এ হচ্ছে উৎসমূল। এ জিনিস যদি কেউ সত্যিই লাভ করতে পারে তাহলে মনে করতে হবে, সে জীবনের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ লাভ করেছে। তার জীবন সত্যিকারভাবে সাফল্য ও চরম কল্যাণ লাভে ধন্য হয়েছে।

৩.৩ পরিবার ও বর্তমান সভ্যতা

বর্তমান পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমাজ ও সভ্যতায় নারী ও পুরুষ সম্পর্ক মানবীয় নয়, নিতান্ত পাশবিক।পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন-লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে তথায় সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। এর ফলে বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা বিপর্যয় ও ব্যর্থতার সম্মুখীন। অথচ নারী-পুরুষের মিলন ও একাত্মতাকে সভ্যতার অগ্রগতির কারণ ও বাহনরূপে গণ্য করা হয়েছে চিরকাল। সেজন্যই দেখতে পাই, নারী-পুরুষের মিলনে জীবনে যে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ হওয়া বাঞ্ছনীয় বর্তমান মানুষ তা থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত। বর্তমান সভ্যতা পরিবারকে চূর্ণ করে, পরিবারের গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে রাষ্ট্রকে। অথচ পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। দ্বিতল বা চারতলা প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে যেমন দরকার প্রাথমিক তলাগুলোকে প্রথমে নির্মাণ করা এবং অধিকতর মজবুত করে গড়ে তোলা, তা নির্মাণ না করেই উপরের তলা নির্মাণের চেষ্টা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক তেমনি বর্তমান সভ্যতা সভ্যতার প্রথম স্তর অর্থাৎ পরিবারকে প্রায় অস্বীকার করেই, তার গুরুত্ব হ্রাস করেই গড়ে উঠতে চাচ্ছে। কিন্তু হাওয়ার ওপর যেমন প্রাসাদ গড়া যায় না, তেমনি পরিবারকে ভিত্তি না করে- ভিত্তি হিসেবে পরিবারকে গড়ে না তুলে সত্যিকারভাবে স্থায়ী কোনো সভ্যতা কিংবা মজবুত কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। সুস্থ চিন্তার অধিকারী প্রত্যেকটি মানুষের নিকট একথা অত্যন্ত প্রকট।

বর্তমানে ব্যক্তির কাছেও পরিবারের গুরুত্ব যেন অনেকখানিই কমে গেছে। পরিবারের প্রতি কোনো আকর্ষণই সে বোধ করে না। স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর, পুত্র পিতার, পিতা পুত্রের, ভাই ভাইয়ের, ভাই বোনের, বোন ভাইয়ের প্রতি কোনো দরদ অনুভব করছে না। কেউ কারোর ধার ধারে না, পরোয়া করে না। অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে সমাজ জীবনের যে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা শুধু সভ্যতাকেই ধ্বংস করছে না, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকেও দিচ্ছে প্রচণ্ড আঘাত।পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক সরোকিন বর্তমান দুনিয়ায় পরিবারের গুরুত্ব কম হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন:আমরা বর্তমানে খাবার খাই হোটেল রেঁস্তোরায়, আমাদের রুটি বেকারী-কনফেকশনারী থেকে তৈরী হয়ে আসে আর আমাদের কাপড় ধোয়া হয় লন্ড্রীতে। পূর্বে মানুষ আনন্দলাভ ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে ফিরে যেত পরিবারের নিভৃত আশ্রয়ে; কিন্তু বর্তমানে মানুষ তার জন্যে চলে যায় সিনেমা-থিয়েটার, নাচের আসর ও ক্লাব ঘরের গীতমুখর পরিবেষ্টনীতে। পূর্বে পরিবার ছিল আমাদের আগ্রহ ঔৎসুক্য ও আনন্দ-উৎফুল্লতার কেন্দ্রস্থল, পারিবারিক জীবনেই আমরা সন্ধান করতাম শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের নির্মলতা; কিন্তু এখন পরিবারের লোকজন হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। কিছু লোক একত্রে বাস করলেও তার মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে ফেলেছে সকল প্রীতি, মাধুর্য, অকৃত্রিমতা, আন্তরিকতা

ও পবিত্রতা। দিনের বেশির ভাগ সময়ই মানুষ জীবিকার চিন্তায় অতিবাহিত করে, রাত্রিবেলা অন্তত পরিবারের সব লোক একত্রিত হতো। কিন্তু এখন তারা রাত্রি যাপন করে বিচ্ছিন্নভাবে, যার যেখানে ইচ্ছে- সেখানে। এখন আমাদের ঘর আমাদের আরাম বিশ্রামের স্থান নয়, ঘরে রাত্রিদিন অতিবাহিত করার তো এ যুগে কোনো কথাই উঠতে পারে না। একটি গোটা রাত্রি এখন লোকেরা নিজেদের ঘরে যাপন করবে, তা কেউই পছন্দ করে না।

৩.৪ ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব যে কতোখানি, তা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্যে যে পূর্ণাঙ্গ জীবনের বিধান নাযিল করেছেন, তাতে নানাভাবে ও নানা প্রসঙ্গে এ গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

কুরআনে পরিবারকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবন যাপনকারী নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েকে বলা হয়েছে 'দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত লোকগণ।' দুর্গ যেমন শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য, তার ভিতরে জীবনযাত্রা যে রকম নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সর্বপ্রকারের আশংকামুক্ত; পরিবারের নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়ে নৈতিকতা বিরোধী পরিবেশ ও অসৎ-অশ্লীল জীবনের হাতছানি বা আক্রমণ থেকে তেমনিই সর্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। বস্তুত পরিবারস্থ ছেলেমেয়ের পক্ষে পিতামাতা, ভাই বোনের তীব্র শাসন ও নিকটাত্মীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে পথভ্রষ্ট হওয়া বা নৈতিকতা বিরোধী কোনো কাজ করা খুব সহজ হতে পারে না।

পারিবারিক জীবনের এই দুর্গপ্রাকার রক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম অপরিহার্য কর্তব্য। কোরআনে বলা হয়েচে,তোমার আল্লাহ্ চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের একজন কিংবা দুজনই যদি তোমার নিকট বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত থাকে, তবে তাদের জন্যে কোনো কষ্টদায়ক ও দুঃখজনক কথা বলো না, তাদের ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের জন্যে সম্মানজনক কথাই বলবে। তোমার দুই বাহু তাদের খেদমতে অপরিসীম বিনয় ও দয়া-মায়া সহকারে বিছিয়ে দাও এবং তাদের জন্যে সব সময় এই বলে দো'আ করতে থাকোঃ হে আল্লাহ্ পরোয়ারদেগার! তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেমন করে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন আমার ছোট্ট শিশু অবস্থায়। তোমাদের আল্লাহ্ ভালোভাবেই জ্ঞাত আছেন তোমাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে। তোমরা যদি বাস্তবিকই নেককার হতে চাও, তাহলে আল্লাহ্ তওবাকারী ও আশ্রয় ভিক্ষাকারীদের জন্যে সব সময়ই ক্ষমাশীল রয়েছেন।মানুষের ওপর সর্বপ্রথম হক হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এবং

তার পর পরই ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই হক হচ্ছে পিতামাতার। আরো অগ্রসর হয়ে বলা যায়, প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাধিক কর্তব্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা এবং পিতামাতার প্রতি। এ দুয়ের মাঝে যদি কখনও বিরোধ বাধে, একটি ছেড়ে অপরটি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে আল্লাহর হক- আল্লাহর প্রতি কর্তব্য অগ্রাধিকার পাবে। তার পরে হবে পিতামাতার হক্- পিতামাতার প্রতি কর্তব্য।পারিবারিক জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনে সতত প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে থাকা। সন্তান-সন্ততি যদি পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনে প্রস্তুত না হয়, বিশেষ করে তাদের কর্তব্য ও অক্ষমতার অসহায় অবস্থায়ও যদি তাদের বোঝা বহনকারী পৃষ্ঠপোষক আশ্রয়দাতা ও প্রয়োজন পূরণকারী হয়ে না দাঁড়ায়- বরং যৌবনের শক্তি-সামর্থ্যের অহমিকায় অন্ধ হয়ে যদি তারা পিতামাতার প্রতি কোনোরূপ খারাপ ব্যবহার করে, জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তাদের খেদমত না করে, তাদের সাথে বিনয় ও নম্রতাসূচক ব্যবহার না করে, যদি তাদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি ও অন্তরের অকৃত্রিম দরদ পোষণ না করে, তাহলে সে অবস্থা পিতামাতার পক্ষে চরম দুঃখ, অপমান ও লাঞ্ছনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে জাগে চিরন্তন অশ্রদ্ধা। এরপর অপর কোনো পুরুষ ও স্ত্রী পারিবারিক জীবন যাপনে তথা সন্তান জন্মদান করে পিতামাতা হতে এবং সন্তানের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুঃসহ কষ্ট স্বীকার করতে আর কেউ রাজি নাও হতে পারে। তাহলে আল্লাহর একত্ববাদের বাস্তব রূপায়ণের প্রথম ভিত্তি এবং ইসলামী সমাজ-জীবনের প্রথম ঐকিক পরিবার গড়ে উঠতে পারবে না। আর তাই যদি না হয় তাহলে সেটা যে বড় মারাত্মক অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।পরিবার ও পারিবারিক জীবনের এ অপরিসীম গুরুত্বের কারণেই ইসলামে সেইসব বিধি-ব্যবস্থা ইতিবাচকভাবে দেয়া হয়েছে, যার ফলে পরিবার দৃঢ়মূল হতে পারে, হতে পারে সুখ-শান্তি ও মাধুর্যপূর্ণ এবং সেসব কাজ ও ব্যাপার-ব্যবহারকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছে যা পরিবারকে ধ্বংস করে, পারিবারিক জীবনকে তিক্ত ও বিষময় করে তোলে। আর তারই বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

অধ্যায় ৪ : ইসলাম ও নারীর অধিকার

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন *(আলে ইমরান ১৯)*। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নে'মত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ'ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ'ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً-

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ'তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' *(নিসা ১)*।

৪.১ ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান

করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে

নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? *(তাকভীর ৮-৯)*।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত। এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، 'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' *(নূর ৩৩)*। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা

হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত।

৪.২ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor; she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট' ।নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spread for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blinded the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'। তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greatest source of chaos and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

৪.৩ বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.৪ নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি' *(হুজুরাত ১৩)*।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ৭০)*।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُواْ-

'তবে যেসব নারী তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' *(নিসা ৩)*।

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পছন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ

‘হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না’ *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি’।

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক’ *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম’।

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ‘তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো’ *(নিসা ১৯)*।

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে’ *(নিসা ৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ’ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো’। অর্থাৎ ‘মোহর’।

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

‘হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২২২)*।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,ْشِئْتُم أَنَّى ْحَرْثَكُم فَأْتُوْا ْلَّكُم ٌحَرْث ْنِسَآؤُكُم ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর’ *(বাক্বারাহ ২২৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-

জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ’তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ’লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত ْشِئْتُم أَنَّى ْحَرْثَكُم ْفَأْتُوا ْلَّكُم ٌحَرْث ْنِسَآؤُكُم ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার’ *(বাক্বারাহ ২২৩)*’।

অধ্যায় ৫ :আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ

২১ শতকের বিশ্বায়িত পরিমণ্ডলে "প্রাচ্যবাদ" (Orientalism) কোনো অতীত-ঐতিহাসিক ধারণা নয়; বরং আরও সূক্ষ্ম, নরম কিন্তু গভীর প্রভাব বিস্তারকারী এক মতাদর্শিক কাঠামো। পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি, যেটি মুসলিম সমাজকে "অন্যতর" বা "exotic", "backward", "oppressed" হিসেবে চিত্রায়িত করতে চেয়েছে, সেই প্রবণতা আধুনিক যুগে নতুন ভাষা, নতুন কৌশল এবং মানবিকতার আড়ালে নতুন প্রোপাগান্ডার রূপ ধারণ করেছে। বিশেষত মুসলিম নারী—যাকে পশ্চিমা মিডিয়া ও নীতিনির্ধারকরা বহুদিন ধরে রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থাপন করেছে—আজও সেই প্রাচ্যবাদী দৃষ্টির সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী।

"আধুনিক প্রাচ্যবাদ" মূলত সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশবাদ—যেখানে পশ্চিমা উন্নয়ন, নারী স্বাধীনতা, মানবাধিকার, শিক্ষা, জীবনধারা ইত্যাদিকে "মানদণ্ড" হিসেবে দাঁড় করিয়ে মুসলিম সমাজকে সেই মানদণ্ডে ফেলে বিচার করা হয়। এ বিচার বাস্তব পরিসংখ্যান বা মুসলিম নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নয়; বরং পশ্চিমা ধারণা, মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্মিত।

এই অধ্যায়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব—

১) আধুনিক প্রাচ্যবাদের প্রকৃতি

২) কেন মুসলিম নারীকে কেন্দ্রবিন্দু বানানো হয়েছে

৩) নারীবাদ, মিডিয়া, শিক্ষা ও এনজিওর মাধ্যমে কীভাবে "উন্নয়ন" বা "স্বাধীনতা"-র নামে নতুন প্রোপাগান্ডা চালানো হয়

৪) এর সামাজিক, ধর্মীয়, মানসিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

৫) মুসলিম নারীর পরিচয় সংকট ও পথসমূহ

৫.১ আধুনিক প্রাচ্যবাদের ধারণা

প্রাচ্যবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি

ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমা উপনিবেশবাদ শুধু রাজনৈতিক শাসন নয়—মতাদর্শিক শাসনও ছিল। এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর বিখ্যাত বই *Orientalism*-এ দেখিয়েছেন কীভাবে পশ্চিমা লেখক, গবেষক, শিল্পী, ভ্রমণকারী এবং নীতিনির্ধারকরা ধারাবাহিকভাবে "প্রাচ্য"—বিশেষত মুসলিম সমাজকে—

- রহস্যময়
- পশ্চাৎপদ
- নারী-নিপীড়ক
- অযৌক্তিক ও রক্ষণশীল হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

এই চিত্রায়নের লক্ষ্য ছিল দুটি—

১) পশ্চিমা আধিপত্যকে বৈধতা দেওয়া

২) প্রাচ্যকে "উদ্ধারযোগ্য সমস্যা" হিসেবে দেখানো

আধুনিক প্রাচ্যবাদ—উপনিবেশবাদ ছাড়াই উপনিবেশ স্থাপন

আজ সরাসরি রাজনৈতিক উপনিবেশ নেই; কিন্তু প্রভাব বিস্তার রয়েছে—

- পশ্চিমা অর্থনীতি
- বিশ্বমিডিয়া
- আন্তর্জাতিক এনজিও
- শিক্ষা ব্যবস্থা
- কূটনীতি
- মানবাধিকার ও নারীর অধিকার নীতি

এইসব খাতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রভাবের যে বিস্তার ঘটে তাকে বলা হয় "soft colonialism" বা নরম উপনিবেশবাদ।সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আধুনিক প্রাচ্যবাদ "উদ্ধার" বা "মুক্তি"-র ভাষা ব্যবহার করে। অর্থাৎ, ক্ষমতার কাঠামো একই থাকে, কিন্তু ভাষা হয় মানবিক, আলোচনার কেন্দ্র হয় নারী।

৫.২ কেন মুসলিম নারী আধুনিক প্রাচ্যবাদের প্রধান টার্গেট

মুসলিম নারীর ওপর আধুনিক প্রাচ্যবাদের দৃষ্টি স্থাপিত হওয়ার কারণগুলো বহুমাত্রিক।নারী—সমাজের পরিচয়ের কেন্দ্রযে সমাজ নারীর পরিচয়কে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে, সেই অনুযায়ী—

- তার পরিবারের কাঠামো
- নৈতিকতা
- ধর্মীয় মূল্যবোধ
- সামাজিক মানসিকতা গঠিত হয়।

সুতরাং নারীর প্রতি কোনো পরিবর্তন মানে গোটা সমাজে পরিবর্তন।

এ কারণেই উপনিবেশিক যুগেও "নারী-শিক্ষা", "নারী-মুক্তি" ইত্যাদির নামে সমাজে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল।মুসলিম সমাজে নারীদের পুরো অংশজুড়েই থাকে তাদের পরিবার।পরিবারের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণে নারীদের রয়েছে অগ্রগণ্য ভূমিকা।সন্তান লালনপালন, তরবিয়ত, পরিবারের সুশৃঙ্খলা বজায় রাখাই তার অন্যতম কাজ,যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে একটি সুশৃঙ্খল পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্র। এ সমাজব্যবস্থা কে ভাঙার জন্য তাদের প্রধান টার্গেট এ হয়ে থাকে মুসলিম নারী,যদি নারীদের মাঝে এ আধুনিকতার বীজ বপন করে দেওয়া যায় তাহলে সমাজব্যবস্তার ভিত্তি নড়বড়ে করে দেওয়া যাবে এবং নারীদেরকে তাদের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

৫.৩ আধুনিক প্রাচ্যবাদের কৌশল: ভাষা, ভিসন, প্রোপাগান্ডা

এ অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — কারণ এখানেই বোঝা যায় কীভাবে মুসলিম নারীর জীবনকে লক্ষ্য করে আধুনিক প্রাচ্যবাদ কাজ করে।

নারীর স্বাধীনতা—রূপান্তরিত অর্থ

মূল সমস্যা: "স্বাধীনতা" শব্দটির দখল হারানো

ইসলামে স্বাধীনতা মানে—

- ইমানের স্বাধীনতা
- নৈতিক সীমার ভিতরে মর্যাদা
- দায়িত্ব ও অধিকার দুইয়ের ভারসাম্য
- নিরাপত্তা ও সম্মান

কিন্তু আধুনিক প্রাচ্যবাদ এই শব্দটিকে নতুন অর্থ দিয়েছে—

- পোশাকে স্বাধীনতা = হিজাব ত্যাগ
- সম্পর্কে স্বাধীনতা = যৌন-সম্পর্কে বেপরোয়া আচরণ
- পরিবারের বাইরে স্বাধীনতা = পরিবার ভেঙে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা
- ধর্মীয় সীমা ভাঙাই স্বাধীনতা এইভাবে "স্বাধীনতা" শব্দটি দখল হয়ে গেছে পশ্চিমা কাঠামোর দ্বারা।

নারীবাদ—উদ্ধারের ভাষায় সাংস্কৃতিক চাপ

পশ্চিমা নারীবাদের মূলত তিনটি ধারা—

১) লিবারেল

২) র‍্যাডিক্যাল

৩) সেকুলার-ফেমিনিজম

এদের মিল—

- ধর্মকে নারীর স্বাধীনতার পথে বাধা হিসেবে দেখা
- পরিবার কাঠামোকে পুরুষতান্ত্রিক বলা
- হিজাবকে নিপীড়ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা
- মাতৃত্বকে "secondary identity" মনে করা

এই ধারণাগুলো মুসলিম নারীর অভিজ্ঞতার বাস্তবতার সাথে একদম মেলে না—কারণ মুসলিম নারীর পরিচয়ে *ধর্ম* ও *পরিবার* গুরুত্বপূর্ণ, যা পশ্চিমা নারীবাদে জায়গা পায় না।

আন্তর্জাতিক এনজিও—funding কে কেন্দ্র করে নারী এজেন্ডা চাপানো

অনেক এনজিও (সব নয়) যেসব ইস্যুতে কাজ করে—

- "Women Empowerment"
- "Reproductive Rights"
- "Gender Equality"
- "Freedom of Choice"

এসব ভালো শোনালেও এর ভিতরে "পশ্চিমা পরিবার মডেল" চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থাকে।

উদাহরণ:

- যৌনশিক্ষা (যেখানে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ককে স্বাভাবিক হিসেবে শেখানো হয়)
- জন্মনিয়ন্ত্রণকে নারীর স্বাধীনতার একমাত্র পথ হিসেবে দেখানো
- হিজাব বিরোধী প্রচারণানির্বাহী প্রোগ্রাম
- পরিবার-ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোকে "patriarchal oppression" বলা

এগুলো সাধারণত পশ্চিমা অনুদানের শর্ত হিসেবেই আসে।

মিডিয়ার ভূমিকা: মুসলিম নারীকে "victim" হিসেবে নির্মাণ

মিডিয়ার সাধারণ চিত্রায়ন

১) হিজাব মানে নিপীড়ন

২) পর্দা মানে backwardness

৩) ইসলামী পরিবার মানে পুরুষের কর্তৃত্ব

৪) মুসলিম নারী মানেই দুঃখী ও বশ্যতা-শীল

এই narrative তৈরি করতে—

- সংবাদ নির্বাচন
- ছবির ধরন
- দৃষ্টিকোণ
- সাক্ষাৎকার এ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কেন এই narrative ছড়ানো হয়?

কারণ এভাবে "পশ্চিমা জীবনধারা"–কে superior দেখানো যায়।

শিক্ষা ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে মূল্যবোধ রূপান্তর

আন্তর্জাতিক কারিকুলামে (বিশেষত পশ্চিমা donor-funded)

- gender neutrality
- secular worldview
- free-choice morality
- anti-family ideology

এসব জোরালোভাবে ঢুকানো হচ্ছে।এটি মুসলিম তরুণ-তরুণীর ধর্মীয় পরিচয়কে ক্ষীণ করে একটি নতুন বৈশ্বিক পরিচয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

৫.৪ মুসলিম নারী: পরিচয় সংকট, বিভ্রান্তি ও সংঘাত

ধর্মীয় পরিচয় বনাম বৈশ্বিক নারীবাদী পরিচয়

আজ মুসলিম নারী দুটি বিপরীত আদর্শের মাঝে আটকে যায়—

১) ধর্মীয় নৈতিক কাঠামো

২) বৈশ্বিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতা

এই দ্বন্দ্ব—

- মানসিক চাপ
- আত্মপরিচয় সংকট
- পরিবারে অশান্তি
- সামাজিক টানাপড়েন সবকিছুর জন্ম দেয়।

হিজাব সংকট

অনেক দেশে হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়। একে বলা হয় "freedom from religion"— কিন্তু বাস্তবে তা মুক্তি নয়; বরং প্রাচ্যবাদী আধিপত্যের নতুন রূপ।

মুসলিম নারীর সাফল্যকে আড়াল করা

পশ্চিমা মিডিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখে—

- ডাক্তার
- বিজ্ঞানী
- উদ্যোক্তা
- দাঈয়া
- শিক্ষাবিদ

মুসলিম নারীদের অসংখ্য সাফল্য।কারণ এগুলো প্রচার করলে "মুসলিম নারী oppressed"-বিষয়ক প্রোপাগান্ডা ধ্বসে পড়ে।

৫.৫ প্রভাব

সামাজিক প্রভাব

- পরিবার ভাঙন
- মিশ্র সম্পর্কের বৃদ্ধি
- বিবাহ বিলম্ব
- পিতামাতার সাথে দূরত্ব
- সামাজিক স্থিতির সংকট

ধর্মীয় প্রভাব

- পর্দা পালনে অনীহা
- দ্বীন-শিক্ষা হ্রাস
- ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্নতা
- ধর্মীয় দায়িত্বকে outdated ভাবা

রাজনৈতিক প্রভাব

- বিদেশি নীতি দ্বারা দেশীয় আইন প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা
- পরিবার ও লিঙ্গ বিষয়ে পশ্চিমা সিদ্ধান্ত অনুসরণ
- জাতীয় সংস্কৃতি ক্ষীণতর হওয়া

৫.৬ মুসলিম নারীসমাজের জন্য সমাধান ও প্রতিরোধ পথ

আত্মপরিচয় পুনর্গঠন

মুসলিম নারীর পরিচয়—

- ইমান
- আমল
- আদব
- পরিবার

- হিজাব

এর ওপর দাঁড়ানো উচিত—এমন না যে পশ্চিমা "freedom model"-এর ওপর।মুসলিম নারী মনীষীদের জীবনী পড়ে তা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা।ইসলামের সব বিধিনিষেধ মেনে চলা এবং দ্বীনি ইলম শিখা।

ইসলামী শিক্ষার শক্তিশালী ভিত্তি

শিশুরা যদি ছোটবেলা থেকেই

- কুরআন
- আদব
- পরিবারমূল্য

শিখে তাহলে বৈশ্বিক প্রোপাগান্ডায় তাদের টলানো কঠিন।তাই ছোটকাল থেকেই তাদেরকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া।

মিডিয়া সচেতনতা

মিডিয়ার মিথ্যা narrative চিনতে শেখাতে হবে—

- fact checking
- propaganda analysis
- Muslim identity in media

এগুলো শিক্ষার অংশ হওয়া উচিত।

মুসলিম নারী role-model প্রচার

- খাদিজা (রা.)
- ফাতিমা (রা.)
- আ'য়েশা (রা.)

এই ব্যক্তিত্বদের জীবন আজও শ্রেষ্ঠ রোল মডেল।

আধুনিক প্রাচ্যবাদ আর উপনিবেশিক বাহিনীর চাবুক বা বন্দুক নয়। আজ এটি—

- পাঠ্যবই
- টেলিভিশন
- সিনেমা
- এনজিও
- নারী স্বাধীনতা সেমিনার
- সামাজিক মিডিয়া
- aid-agency

এর মাধ্যমে কাজ করে।তার প্রধান টার্গেট—মুসলিম নারী।কারণ নারীর পরিচয় পরিবর্তন করা মানে গোটা সমাজের দিক নির্দেশনা বদলে দেওয়া।

এই অধ্যায় থেকে স্পষ্ট—

মুসলিম নারীকে মুক্তি নয়, বরং *নতুন ধরনের উপনিবেশবাদ*-এর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

একের পর এক সুন্দর শব্দ—"freedom", "empowerment", "choice"—ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে এগুলোর অনেকটাই মুসলিম মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।

অতএব মুসলিম সমাজকে

- বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে
- সাংস্কৃতিকভাবে
- নৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে। এবং মুসলিম নারীকে তার নিজস্ব ইতিহাস, ধর্ম, মর্যাদা ও পরিচয়ের আলোকে স্বর গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যায় ৬ : ফেমিনিজমের মুখোশ ও প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ

ফেমিনিজমের মুখোশ ও প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ**
(De-masking Feminism: A Critical Analysis of Its Propaganda)

ফেমিনিজমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত দিক হলো এর "মুখোশ" বা আসল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে প্রচারিত বিভ্রান্তিকর ধারণাগুলি। যদিও আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর শিক্ষা, অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ছিল মূল লক্ষ্য, আধুনিক ধারার অনেক ফেমিনিস্ট গোষ্ঠী, মিডিয়া ও পশ্চিমা মতাদর্শ এতে নানা প্রোপাগান্ডা, অতিরঞ্জন ও ভ্রান্ত বয়ান যোগ করে আন্দোলনটিকে জটিল করে তুলেছে।

এই অধ্যায়ে সেই মুখোশ উন্মোচন এবং প্রচলিত প্রোপাগান্ডাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

৬.১ ফেমিনিজমে "স্বাধীনতা" শব্দের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

ফেমিনিজম নারীর স্বাধীনতার কথা বললেও আধুনিক প্রোপাগান্ডায় "স্বাধীনতা" শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রোপাগান্ডা

- স্বাধীনতা = পরিবার, সমাজ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে মুক্ত হওয়া।
- স্বাধীনতা = দায়িত্বহীনতা (no family, no marriage, no motherhood)।

বাস্তবতা

স্বাধীনতা মানে দায়িত্বহীনতা নয়; বরং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য + নৈতিকতার সমন্বয়।
পশ্চিমা গবেষণায় দেখা যায়—
যেসব নারী "সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতা" অনুসরণ করেছে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ, মানসিক চাপ ও একাকীত্বের হার সর্বোচ্চ।

উদাহরণ:

"*No shame in being child-free*" এবং "*Marriage is slavery*"–জাতীয় প্রচারণা TikTok, Instagram ও Netflix দ্বারা জনপ্রিয় করা হয়।

৬.২ পুরুষ-বিদ্বেষ (Misandry) কে নারীর অধিকার হিসেবে প্রচার

সমতা প্রতিষ্ঠার বদলে মিডিয়া ও একাংশ ফেমিনিস্ট আন্দোলন পুরুষ সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক বয়ান ছড়াচ্ছে।যদিও ফেমিনিজম সমতার কথা বলে, বাস্তবে কিছু ধারা স্বাধীনতাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে—

- পুরুষের পরামর্শ মানা মানেই নির্ভরতা
- দাম্পত্যে সমন্বয় মানেই আত্মসমর্পণ
- পরিবারে দায়িত্ব পালন মানেই শোষণ
- স্বামী/পিতার ভূমিকা মানেই প্যাট্রিয়ার্কি

এই ভুল ধারণার ফলে নারীর স্বাধীনতা—
পুরুষ থেকে স্বাধীনতা = প্রকৃত স্বাধীনতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
এটি শুধু একটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যাই নয়—বরং এটি নারী-পুরুষ সম্পর্ককে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থায় নিয়ে যায়।

প্রোপাগান্ডা

- “All men are toxic”
- “Men are born privileged”
- “Marriage is a trap created by men”

বাস্তবতা

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা বলছে:
পুরুষও সামাজিক চাপ, অর্থনৈতিক ঝুঁকি, চাকরির প্রতিযোগিতা ও আত্মহত্যার হার—সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী।
এটি সমতার নয়, বিভাজনের রাজনীতি।

উদাহরণ:

Simone de Beauvoir-এর অনুসারী র‍্যাডিকাল গোষ্ঠীগুলো দাবি করে—
“একদিনও নারীকে ঘরে থাকতে দেওয়া যাবে না; নারীকে জোর করে কাজে পাঠাতে হবে, নইলে সে স্বাধীন হবে না।”

৬.৩ পরিবারভাঙনকে “নারীর অগ্রগতি” হিসেবে দেখানোর কৌশল

আধুনিক ফেমিনিজমের বড় প্রোপাগান্ডা হলো—
পরিবার ভেঙে গেলে নারী মুক্ত হয়।

প্রোপাগান্ডা

- “Marriage restricts women”
- “Motherhood is a burden”
- “Traditional family is oppressive”

বাস্তবতা

একক মাতৃত্বে দারিদ্র্যের হার দ্বিগুণ

সন্তানদের মানসিক সমস্যা বেশি

বিবাহিত নারীদের সুখ, নিরাপত্তা ও আর্থিক স্থিতি বেশি (Western family health survey)

উদাহরণ:

আমেরিকার “*Feminist Majority Foundation*” divorce-equality আন্দোলন চালায় যা পরিবার রক্ষার বদলে পরিবার ভাঙাকে সহজ করেছে।

৬.৪ “পশ্চিমা জীবনধারা”–কে নারী মুক্তির আদর্শ হিসেবে প্রচার

মিডিয়া নারীর মুক্তি মানে পশ্চিমা ফ্যাশন, যৌন স্বাধীনতা, নাইট লাইফ দেখায়।

প্রোপাগান্ডা

- আধুনিকতা = যৌন স্বাধীনতা
- অগ্রগতি = ধর্মীয় মূল্যবোধ ত্যাগ
- empowerment = শরীর প্রদর্শন

বাস্তবতা

নারী মুক্তি কখনোই যৌন ভোগ্যপণ্য হিসেবে নিজেকে উপস্থাপনের নাম নয়। এটি মূলধারা মিডিয়ার কমার্শিয়াল কৌশল, যেখানে নারীকে আবারও পণ্য হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

উদাহরণ:

Feminist-claimed fashion industries প্রতি বছর “Women empowerment fashion shows” করে—

কিন্তু নারী শ্রমিকদের শোষণ সবচেয়ে বেশি সেখানেই।

৬.৫ ভুল পরিসংখ্যান ও অতিরঞ্জিত narrative ব্যবহারের প্রবণতা

লিঙ্গ বৈষম্য দেখাতে কখনো কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত ডেটা ব্যবহার করা হয়।

প্রোপাগান্ডা

- “Women earn 50% less than men everywhere”

- “Most women are victims in marriage”
- “Domestic violence is only against women”

বাস্তবতা

- একই কাজের ক্ষেত্রে পুরুষ-নারী বেতন বৈষম্য ৫–৯% (৫০% নয়) → Harvard Study
- বিবাহিত নারীরা অবিবাহিত নারীর তুলনায় মানসিকভাবে বেশি স্থিতিশীল → U.S. Family Institute
- Domestic violence পুরুষের ওপরও হয় কিন্তু মিডিয়া তা দেখায় না → WHO report

এই ভুল তথ্যসমূহ ফেমিনিজমকে আবেগ-নির্ভর আন্দোলনে রূপান্তর করেছে।

৬.৬ নারীর স্বাভাবিক জৈবিক প্রবণতাকে বিকৃতি করা

ফেমিনিজম প্রায়ই motherhood/পরিবার প্রতিষ্ঠাকে "lower choice" হিসেবে প্রচার করে।

প্রোপাগান্ডা

- “Motherhood is oppression”
- “Housewife is a failure”
- “Career-only life is the real success”

বাস্তবতা

জৈবিকভাবে নারীর মাতৃত্বের সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে— মা–সন্তানের সম্পর্ক নারীর মানসিক পরিপূর্ণতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

উদাহরণ:

“*Motherhood penalty*” নামে প্রচারণা চালিয়ে পরিবারকেন্দ্রিক নারীদের হীনভাবে দেখানো হয়।

৬.৭ মিডিয়া–বিশ্ববিদ্যালয়–এনজিও যৌথ প্রচারণা মডেল

আধুনিক ফেমিনিজমকে ছড়িয়ে দিতে একটি নির্দিষ্ট “ট্রায়াঙ্গেল প্রোপাগান্ডা মডেল” কাজ করে—

1. পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ
2. আন্তর্জাতিক এনজিও (UN Women, Oxfam, Amnesty)

3. মেইনস্ট্রিম মিডিয়া, Netflix, Hollywood

এই তিনের মিলিত বয়ান—

"Traditional family = oppression

Western feminism = liberation"

এটি একধরনের সাংস্কৃতিক আধিপত্য (Cultural Imperialism)।

৬.৮ ইসলামের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রচারণা

মিডিয়া-প্রভাবিত ফেমিনিজম বহু সময় ইসলামের পর্দা, পরিবার ধারণা, বিয়ে ও পুরুষ-নারীর দায়িত্ববণ্টনকে আক্রমণ করে।

প্রোপাগান্ডা

- পর্দা = শোষণ
- পরিবারভিত্তিক ভূমিকা = backward
- ইসলামী বিয়ে = patriarchy

বাস্তবতা

ইসলাম নারীকে দিয়েছে—

- উত্তরাধিকার
- বিবাহের অধিকার
- সম্পত্তির মালিকানার অধিকার
- নিরাপত্তা ও দায়িত্ববণ্টন

যা আধুনিক ফেমিনিজমের আগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উদাহরণ:

"Hijab oppression narrative"—মিডিয়ায় hijab পরা নারীকে নিপীড়িত হিসেবে দেখানো হয়, অথচ বাস্তবে বহু নারী স্বেচ্ছায় পর্দা বেছে নেয়।

অধ্যায় ৭ :পাশ্চাত্য নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীর মর্যাদা

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা।
তাদের অভিযোগ—ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন।
দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, আমাদের কি সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?
বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই।
আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে 'পিছিয়ে পড়া', আর অশ্লীলতাকে বলে 'প্রগতিশীলতা'। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী।
আল্লাহ তাআলা বলেন

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে কেউ নেক কাজ করে—সে পুরুষ হোক কিংবা নারী—আর সে যদি মুমিন হয়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই একটি সুন্দর জীবন দান করব এবং তাদের কর্মফলের উত্তম প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই প্রদান করব, যা তারা করে গেছে। [সূরা নাহল : ৯৭]

৭.১ জাহেলি যুগে নারীর করুণ অবস্থা

ইসলামের আগে নারীদের কোনো সম্মান ছিল না। কন্যাসন্তান জন্ম নিলে লোকে লজ্জা পেত, মুখ লুকিয়ে বেড়াত। কেউ কেউ তো এতটাই পাষাণ ছিল যে, নিজের মেয়েশিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত!
মেয়েদের মানুষ মনে করা হতো না। একজন পুরুষ মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মতোই তার স্ত্রীকেও ছেলে বা অন্য পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।

নারীর কথা তারা শুনত না। যদি কোনো নারী ভালো এবং যুক্তির কথা বলত, তাও তারা বলত, 'নারীর কথা শুনলে নাকি পুরুষের মর্যাদা নষ্ট হয়।'

তাদের দৃষ্টিতে নারীর মূল্য ছিল একজোড়া পুরোনো জুতার থেকেও কম।

রাসূল ﷺ-এর আগমণ

সেই অন্ধকার যুগে যখন নারীর কোনো দাম ছিল না, তখন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রাসূল ﷺ পৃথিবীতে এলেন—মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, হে মানুষ! নারী তোমার লজ্জা নয়—তোমার সম্মান। সে যদি কন্যা হয়—তবে সে তোমার গর্ব। সে যদি বোন হয়—তবে সে তোমার সম্মানিত রক্ত। সে যদি স্ত্রী হয়—তবে সে তোমার জীবনের সঙ্গী। আর যদি মা হয়—তাহলে তার পায়ের নিচে আছে তোমার জান্নাত।

তিনি এমন সুসংবাদ দিলেন, যা কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি

مَن عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

যার ঘরে দুটি কন্যাসন্তান জন্ম নেবে, আর সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলে, ভালো শিক্ষা দেয়, আদব-আখলাক শেখায়, তবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে—ঠিক যেমন দুটো আঙুল পাশাপাশি থাকে। [তিরমিযী : ১৯১৪]

তিনি আরও বললেন

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে, আর সে তাদের বিষয়ে ধৈর্য ধরবে, খাওয়াবে, পান করাবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কাপড় পরাবে—তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হবে। [ইবন মাজাহ : ৩৬৭০]

নারীও হতে পারে আল্লাহর ওলী

আল্লাহ তাআলা নিজেও কুরআন মজিদে জানিয়ে দিলেন

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

যে কেউ নেক কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়, তবে আমি তাকে পবিত্র, সুন্দর জীবন দান করব। [সূরা নাহল : ৯৭]

এই আয়াত নারীদের জন্য যেন এক শান্তির বার্তা। কেননা জাহেলি যুগ বলেছিল, নারী তুচ্ছ! কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিলেন— নারীও আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। পুরুষের মতো নারীও হতে পারে আল্লাহর ওলী, জান্নাতি, প্রিয়তমা বান্দী। নারীর হৃদয়েও জ্বলে উঠতে পারে আল্লাহর প্রেমের দীপ্তি। নারীত্ব কোনো বাধা নয়; বরং ঈমান আর আমলই আসল পরিচয়।

এভাবে ইসলাম নারীদের এমন সম্মান দিয়েছে—যা কোনো সভ্যতা, কোনো দীন, কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি।

৭.২ প্রোপাগান্ডার ফাঁদে নারী

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা। তাদের অভিযোগ—ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন।

দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, আমাদের কি সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?

কিন্তু তারা বুঝে না—এই কথাগুলোর পেছনে কী ভয়ংকর ফাঁদ লুকিয়ে আছে।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি, বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই।

আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে 'পিছিয়ে পড়া', আর অশ্লীলতাকে বলে 'প্রগতিশীলতা'। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী।

৭.৩ ইসলামে পর্দার বিধান : সম্মানের নিরাপত্তা

ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এসব প্রপাগান্ডা চালায়, তারা প্রথমেই বলে—ইসলাম নাকি নারীদের পর্দার ভেতরে বন্দি করে রেখেছে। আর তার বিপরীতে তারা দেখায়—অমুসলিম সমাজে নারীরা অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করে!

অথচ বিষয়টা আসলে খুবই সহজ। পর্দা মানে বন্দিত্ব নয়; বরং নিরাপত্তা। পর্দা মানে মর্যাদা রক্ষা, নিজেকে সম্মানের ঢালে ঘেরা।

নারী যখন পর্দায় থাকে, সে নিজেও নিরাপদ থাকে। তাকে কেউ ভোগের দৃষ্টিতে দেখে না, ব্যবহার করতে চায় না। পুরুষ সমাজও তখন সংযত থাকে—চোখ, মন ও প্রবৃত্তি থাকে নিয়ন্ত্রণে।

পর্দাহীনতা তাদের কোথায় নিয়ে গেছে?

আসুন, একবার পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই— যেখানে নারীদের 'স্বাধীনতা'র নামে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে নামানো হয়েছে পণ্যের মতো। পর্দাহীনতার এই পথ তাদের কোথায় নিয়ে গেছে?

বিবাহের প্রতি ঘৃণা, পরিবার ভাঙনের মহামারী, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, লিভ-ইন সম্পর্ক, আত্মহত্যা আর বিষণ্নতার ঢেউ—এটাই সেই স্বাধীনতার পরিণতি, যা তারা দিয়েছে পর্দাহীনতার নামে।

সুইডেনে পর্দাহীনতার পরিণতি

সুইডেন—ইউরোপের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোর একটি। বৃটেনের ঠিক পাশেই এর অবস্থান। এই দেশটি এতটাই স্বনির্ভর যে, সেখানে বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়—লাভ কিভাবে বাড়বে, ব্যয় কোথায় কমবে। আমাদের মতো নয়—যেখানে মানুষ ভাবে, টাকা আসবে কোথা থেকে? ওরা ভাবে, এই বাড়তি টাকা খরচ করবো কোন খাতে? তাদের ধনসম্পদ এত বেশি যে, সমগ্র জাতি যদি ছয় বছর কিছু না করে—শুধু খায়, ঘুরে বেড়ায়, আনন্দ করে—তবুও কোনো টানাপোড়েন হবে না। বেকার হলে সরকার নিজেই মাসিক ভাতা দেয়। বাসা না থাকলে সরকার ঘর বানিয়ে দেয়। অসুস্থ হলে সরকার লাখ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করে। অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা—সব কিছু নিশ্চিত।

বাকি থাকল শুধু জৈবিক চাহিদা। সেখানে তারা আরও স্বাধীন! দেশটি পরিচিত সেক্স-ফ্রি কান্ট্রি হিসেবে। যখন-যার সঙ্গে-যেভাবে ইচ্ছা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে— না আছে লজ্জা, না আছে বাধা।

তাহলে তাদের কোনো চিন্তা থাকার কথা নয়, তাই না?

কিন্তু বাস্তবতা বড়ই ভয়াবহ। এই 'স্বাধীন' সমাজের চেহারায় ফুটে ওঠে দুটি গভীর বিপর্যয়—

১. সুইডেনে শতকরা সত্তরেরও বেশি দাম্পত্য জীবন ভেঙে যায়। ১০০ পরিবারের মধ্যে ৭০টির বেশি পরিবার তালাকের শিকার। বাচ্চারা বড় হয় টুকরো ভালোবাসার ভেতরে—সম্পূর্ণ পরিবারের ছায়া পায় না।

২. সুইডেন পৃথিবীর আত্মহত্যায় শীর্ষস্থানে থাকা দেশগুলোর একটি। অভাব নেই, সুযোগের কমতি নেই— তবুও তারা বেঁচে থেকেও জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না।

পর্দা ব্যবস্থার চমৎকার প্রভাব

ইসলাম আমাদের যে একটি বড় নেয়ামত দিয়েছে, তা হলো—পর্দা ব্যবস্থার নির্দেশনা। যার সুফল আমরা নিজেরাই প্রতিদিন ভোগ করছি, অথচ অনেকেই তা বুঝে উঠতে পারি না।

আমাদের দেশে হ্যাঁ, খাদ্যসংকট আছে, বাসস্থানের সংকটও আছে, তবুও শতকরা প্রায় ৯৯% শতাংশ পরিবার এখনো টিকে আছে! ২০২৩ সালের জরিপ অনুযায়ী বংলাদেশে তালাকের হার মাত্র ১.১% মাত্র।

প্রশ্ন আসে, এমন শান্তির জীবন আমরা কোথা থেকে পেলাম? এই পরিবার-ভিত্তিক সমাজ কাঠামো কিভাবে রক্ষা পেল?

উত্তর একটাই— আমাদের সমাজে এখনো কিছুটা হলেও ইসলামের পর্দা, শালীনতা, সম্পর্কের পবিত্রতা টিকে আছে। নারী এখনো অনেকাংশে নিজেকে সম্মানিত মনে করে, পুরুষ এখনো অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ববান। সন্তানরা এখনো মা-বাবার ছায়ায় বড় হয়, একটি পূর্ণ পরিবারে হাসি-আনন্দে বেড়ে ওঠে।

এটাই সেই কল্যাণ, যা ইসলামের বিধান মেনে চলার মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি।

৭.৪ ইউরোপে নারীদের দূরাবস্থা

আমাদের সমাজের কিছু মুসলিম নারী আজ একটা মারাত্মক ভুল ধারণার শিকার। তারা ভাবে, ইউরোপ-আমেরিকার নারীরা পর্দাহীন, তাই নাকি তারা স্বাধীন। আমাদের নারী সমাজ পর্দায় আবদ্ধ, তাই আমরা পিছিয়ে আছি।

অথচ এ ভাবনা একেবারে ভুল। কারণ প্রকৃত বিষয় মোটেও এমন নয়। বাস্তবতা হল, তথাকথিত স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে অন্তহীন শ্রম ও উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। তাদের দেখা হয় 'ও কাজ পারে কিনা', 'ও ডেলিভারি দিতে পারবে কিনা', আর সুযোগ পেলে অনেক সময় হয়—উপভোগের এক বস্তু।

রেস্টুরেন্ট ও হোটেল-সার্ভিসে নারী ওয়েটারদের ছোট পোশাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় কেবল 'আকর্ষণ' বাড়াতে।

ইউরোপের বড় বড় দেশে—যেমন জার্মানি, সুইডেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড—সেখানে NLC (National Logistics Companies)-এর অধীনে বিশাল বিশাল ট্রাক ও ট্রলার চালায় মেয়েরাও। তারা দিনের পর দিন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গাড়ি চালায়। পুরুষ চালক যেমন পথের মাঝে থামে, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চা খায়, রাত হলে রাস্তার পাশের হোটেলে ঘুমিয়ে নেয়, নারী চালকেরাও আজ সেই একই কাজ করছে।

তুমি নিজেই ভাবো—এটা কি নারীর প্রকৃত সম্মান? এসব মেয়েরা সম্মান লাভ করেছে নাকি লাঞ্ছিত হচ্ছে?

৭.৫ নারী-স্বাধীনতার নামে ধোঁকা

একবার তাবলিগ জামাতের একটি দল স্কটল্যান্ডের এডিনবারা শহরে গিয়েছিল। সন্ধ্যার মাগরিবের নামাজ শেষ হয়েছে। মসজিদের দোয়া-দরুদ শেষ করে সবাই যে যার মতো বের

হচ্ছিল। এমন সময় এক বিদেশিনী তরুণী এগিয়ে এসে জামাতের এক যুবক-সাথীর কাছে জানতে চাইল, 'ডু ইউ স্পিক ইংলিশ?'

যুবক বিনয়ের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, বলতে পারি।মেয়েটি প্রশ্ন করল, তোমরা এখানে কী করছো?যুবক বলল, আমরা আল্লাহর ইবাদত করেছি।মেয়েটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আজ তো সানডে (রবিবার) নয়! আবার কিসের ইবাদত?যুবক বললো, আমরা সপ্তাহের কোনো একদিন নয়— প্রতিদিন, দিনে পাঁচবার আমাদের রবের ডাকে সাড়া দিই। জীবনের সব কিছু তাঁরই দান। তাই পাঁচবার দেখা করি।এ কথা শুনে মেয়েটি কিছুক্ষণ নীরব। তারপর এগিয়ে এসে হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্য।যুবকটি মাথা নীচু করে নম্রভাবে বললো, দুঃখিত, আমি আপনার সঙ্গে হাত মেলাতে পারব না।মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, কেন?জবাবে সে বললো, এই হাত আমি আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে স্পর্শ করি না। এই হাত আমার স্ত্রীর আমানত। অন্য কোনো নারীর সঙ্গে এ স্পর্শ হতে পারে না।মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। মাটিতে বসে হুহু করে বিলাপ করতে লাগল। বলতে লাগল, তোমার স্ত্রী কতটা সৌভাগ্যবতী! ইশ! আমাদের ইউরোপের পুরুষরা যদি এমন হতো!এটা ছিল শুধু একজন তরুণীর কান্না নয়; বরং পুরো পাশ্চাত্যের নারীদের অশ্রু, যারা স্বাধীনতার নামে ধোঁকা খেয়ে ভালোবাসা আর নিরাপত্তাহীনতায় ক্লান্ত।

ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়—এই কেমন স্বাধীনতা?

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী কত সুন্দর করে বলেন, এই যুগে একটা ভয়ানক ভুল চিন্তা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়, নারী যদি ঘরে থেকে স্বামী-সন্তান, মা-বাবা আর ভাই-বোনের জন্য রান্না-বান্না করে, ঘর গুছিয়ে রাখে, তাহলে এটা নাকি অপমান আর বন্দিত্ব!কিন্তু সে নারী যদি পরপুরুষের খাবার রান্না করে, হোটেল বা উড়োজাহাজে তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকে, দোকানে মিষ্টি হাসি দিয়ে গ্রাহককে আকৃষ্ট করে, অফিস-আদালতে বসদের মনোরঞ্জনে লিপ্ত হয়, তাহলে সেটাই হয়ে যায় 'মর্যাদা' ও 'স্বাধীনতা'! ইন্নালিল্লাহি ...আরো বিস্ময়ের বিষয় হলো, এই তথাকথিত আধুনিক নারী বাইরে আট ঘণ্টা চাকরি করে আর ঘরে ফিরে আগের মতোই রান্না, ধোয়া-মোছার দায়িত্ব পালন করে। এই কি স্বাধীনতা? নাকি দ্বিগুণ পরিশ্রমের বন্দিত্ব?ইউরোপ-আমেরিকার বহু নারী আজ এই দমবন্ধকরা চক্রে পিষ্ট হচ্ছে।

অর্ধেক জনশক্তি—এই যুক্তির প্রতারণা

তিনি আরো বলেন, আরেকটি যুক্তি বারবার শোনা যায়, জাতীয় উন্নতির যুগে নারীদের ঘরে বসিয়ে রাখা চলে না। আমরা কি দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে কর্মহীন রাখব?এই কথা এমনভাবে বলা হয়, যেন দেশের সকল পুরুষের কর্মসংস্থান ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে! যেন চাকরির বাজারে আর কোনো প্রতিযোগিতা নেই!কিন্তু বাস্তবতা হলো, যেখানে একটি

ক্লিনার কিংবা পিয়নের পদ খালি হলে দশ-দশটি মাস্টার্সধারী যুবক দরখাস্ত জমা দেয়, সেখানে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়া কতটা যৌক্তিক?প্রথমে তো পুরুষদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব পালন করুন, তারপর না হয় 'অবশিষ্ট অর্ধেক' জনশক্তির কথা ভাববেন।

ইসলাম নারীদের ঘরের রাণী বানিয়েছে

ইসলাম কখনো নারীদের কাঁধে উপার্জনের দায়িত্ব দেয়নি। মেয়ে হলে—তার খরচ চালাবে বাবা। বোন হলে—দেখভাল করবে ভাই। স্ত্রী হলে—সব খরচের দায়িত্ব স্বামীর। আর মা হলে—তার খরচ চালাবে সন্তান।মানে, মেয়েটা জীবনের কোনো সময়েই নিজের আয় দিয়ে চলার কষ্ট পাবে না। সব সময়ই কোনো না কোনো আপন পুরুষ তার দায়িত্ব নেবে।ইসলাম বলে, নারীরা ঘরের রাণী। পুরুষরা ঘাম ঝরিয়ে কামাই করে তাদেরকে দিবে। নারীরা শুধু সন্তানদের লালন-পালন করবে। ঘরকন্নার কাজ সামলাবে। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন, নারীদেরকে প্রকৃত মর্যাদা কে দিয়েছে? ইসলাম নাকি পাশ্চাত্য সমাজ?

নারীদের প্রতি ইসলামের কোমল দৃষ্টি কেন?

যদি আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, দেখবেন, ইসলাম নারীদের প্রতি বিশেষ কোমলতা আর মমতা দেখিয়েছে। কেন? এর কারণ দুটো—*প্রথমত,* শারীরিকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় একটু দুর্বল আর নরম। এটা আল্লাহ তাআলা তাদের এমন করেই বানিয়েছেন। এতে দোষের কিছু নেই। বরং এই কোমলতা দিয়েই তারা সন্তানকে আগলে রাখে, সংসার গড়ে তোলে।*দ্বিতীয়ত,* নারীদের মন খুব কোমল। তারা সহজেই কেঁদে ফেলে, ভালোবাসে, মায়া-মমতা দেয়। এই আবেগ ও কোমলতাই নারীদের আসল সৌন্দর্য। এটা কোনো ত্রুটি নয়। বরং এটাই নারীর বড় গুণ।শারীরিক ও মানসিক কাঠামোর এই স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণেই আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব-বণ্টনেও ভারসাম্য রেখেছেন। পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন তার শক্তি-সাহস অনুযায়ী দায়িত্ব। আর নারীর উপর দিয়েছেন তার কোমলতা ও সক্ষমতার উপযোগী দায়িত্ব।এই ভারসাম্যই আল্লাহর বানানো পৃথিবীর সৌন্দর্য।

আল্লাহর সুপারিশ

আমাদের শায়খ ও মুরশিদ মাহবুবুল ওলামা পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী দা বা বলেন, আল্লাহ তাআলা নিজেও পুরুষদের কাছে নারীদের পক্ষে সুপারিশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তমভাবে জীবন যাপন করো। [সূরা আন-নিসা :১৯]

তিনি বলেন, দুনিয়াতে কারো বোন সুপারিশ করে, কারো মা সুপারিশ করে, কারো স্ত্রী বা ফুফু, খালা সুপারিশ করে—এভাবেই আপনজনরা একে অপরের হয়ে সুপারিশ করে। কিন্তু

মহান আল্লাহ নিজেই নারীদের সম্মান ও অধিকারের পক্ষে সুপারিশ করেছেন। এটাই আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, তিনি নারীদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সরাসরি আদেশ দিয়েছেন।

৭.৬ নারী-জীবনের বিভিন্ন ধাপে প্রতিদান ও সম্মান

ইসলাম নারীর প্রতি কতটা স্নেহশীল, তা বুঝতে হলে নারী-জীবনের বিভিন্ন ধাপে আল্লাহর দেওয়া সওয়াব ও পুরস্কারের কথা জানা জরুরি।ইসলাম তাকে সম্মান দিয়েছে কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, এমনকি বৃদ্ধা হিসেবেও।

কন্যাশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া : এক অপার রহমত

ইসলাম এমন এক ধর্ম, যেখানে কন্যা শিশুর জন্মকে অভিশাপ নয়; বরং রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ عَلَى فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَضَرَائِهِنَّ وَسَرَائِهِنَّ بِرَحْمَتِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে ধৈর্যের সাথে তাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও সুখ-দুঃখ সহ্য করে লালন-পালন করবে, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে তাদের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।নবীজির পবিত্র যবান থেকে এ কথা শুনে এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَتَانِ؟ হে আল্লাহর রাসূল, যদি দুইটি হয়?

রাসূল ﷺ বললেন وَاثْنَتَانِ অর্থাৎ, দুইটিও হলে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে তাদের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।আরেকজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন يَا رَسُولَ اللهِ: وَوَاحِدَةً؟ আর যদি একটি হয়?রাসূল ﷺ বললেন وَوَاحِدَةً একটিও হলে। [মুসতাদরাক হাকিম : ৪/১৭৬]

নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা

বিয়ে-শাদির পর যখন এক মেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে সংসার শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে সে স্বামীর সাথে আনন্দঘন জীবন যাপন করতে থাকে। সংসারের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে। একসময় আল্লাহ তাআলা তাকে মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। এই অবস্থায় ইসলামে সেই নারীর জন্য রয়েছে এক বিরাট সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন

أَفَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا ، وَهُوَ عَنْهَا رَاضٍ أَنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

তোমাদের কারো জন্য কি এই সম্মান যথেষ্ট নয় যে, যখন সে স্বামীর সন্তান ধারণ করে এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য সেই সময়টাতে সিয়াম পালনকারী ও আল্লাহর রাস্তায় রাত্রি জেগে নামায আদায়কারীর সমান সওয়াব লিখে দেন। [শু'আবুল ঈমান : ৮২৮৮, আলমু'জাম, তাবরানী : ৬৯০৮]

ব্যথা, আর তার বিনিময়ে সাওয়াব

যখন কোনো নারী মা হওয়ার পথে থাকে, সন্তানের জন্ম যত কাছাকাছি আসে, তার কষ্টও ততই বেড়ে যায়। এক সময় সেই প্রসব যন্ত্রণায় কঠিন মুহূর্ত পার করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ব্যথার মাত্রা প্রায় ৫৭ ডেল! যেখানে মানুষ সাধারণত ৪৫ ডেলের বেশি ব্যথা সহ্যই করতে পারে না। তুলনা করে বলা যায়, একসাথে ২০টা হাড় ভেঙে গেলেও এর চেয়ে কম কষ্ট হয়। এই ব্যথার প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি নিঃশ্বাস—আল্লাহর কাছে অমূল্য। এমনকি সেই সময় জান্নাতের দরজাও নারীর জন্য খুলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

إِذَا أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الأَرْضِ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

যখন একজন নারীর প্রসব বেদনা শুরু হয়, তখন আসমান-জমিনের কেউ জানে না—আল্লাহ তার জন্য কী অপার আনন্দ, শান্তি ও চোখের শীতলতা লুকিয়ে রেখেছেন। [মাজমাউজজাওয়াইদ : ৪/৩০৫]

সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী নারী 'শহীদ'

যে নারী সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদের মর্যাদা পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন

وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ

যে নারী গর্ভকালীন অবস্থায় বা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। [আবু দাউদ : ৩১১১]

মায়ের দুধের প্রতিটি ফোঁটায় সওয়াব

একজন মা যখন সন্তান জন্ম দেয়, তখন তার কষ্টের কোনো তুলনা হয় না। আর যখন সে সন্তানের মুখে দুধ তুলে দেয়, তখনও তার জন্য আল্লাহর দরবারে জমা হতে থাকে অসংখ্য নেকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন

فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا جُرْعَةٌ مِنْ لَبَنِهَا ، وَلَمْ يَمُصَّ مَصَّةً إِلا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جُرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ

যখন কোনো মা সন্তান প্রসব করে, তারপর তার বুকের দুধের একটি ফোঁটাও সন্তান পান করলে এবং শিশুটি যখন একবার চুষে নেয়, তখন প্রতিটি ফোঁটা ও প্রতিটি চুষার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি করে নেকি লিখে দেন। [শু'আবুল ঈমান : ৮২৮৮] এভাবেই মা শুধু সন্তানকে লালন-পালন করেন না; বরং প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে সওয়াবের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে চলেন।

মায়ের নিদ্রাহীন রাতের পুরস্কার

যে মা সন্তান জন্ম দেয়, সে শুধু তখনই সওয়াবের হকদার নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

فَإِنْ أَسْهَرَها لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً تُعْتِقُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

যদি সেই সন্তান কোনো রাতে অসুস্থ হয়, কান্না করে বা অন্য কোনো কারণে মাকে জাগিয়ে রাখে, আর মা ধৈর্য ধরে তাকে আদর-যত্ন করে তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই মায়ের জন্য

এমন সওয়াব লিখে দেন, যেন সে আল্লাহর রাস্তায় নিখুঁত সত্তরজন গোলাম আযাদ করেছে। [আবু নুআইম : ৭০৮৯, মাজমাউজজাওয়াইদ : ৪/৩০৫]

আল্লাহু আকবর! কী মহান পুরস্কার!

সন্তানকে কুরআন শেখানোর ফজিলত

একজন মা যখন তার সন্তানকে কুরআন শেখানোর জন্য পাঠায়, তার হিফজ, তিলাওয়াত শেখায়— তখন সে শুধু দুনিয়ার নয়; বরং আখিরাতের জন্যও অসংখ্য সওয়াব অর্জন করে। কারণ, হাদিসে এসেছে

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তার ওপর আমল করে, কিয়ামতের দিন তার মা-বাবাকে এমন একটি মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও সুন্দর। [আবু দাউদ : ১৪৫৩]

সংসারের কাজেও নারীর জন্য সওয়াব

আমাদের সমাজে সব নারী-ই সংসারের কাজ করেন। ঘর ঝাড়ু দেন, কাপড় পরিষ্কার করেন, রান্না-বান্না করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা ঘরের কাজ সামলান। অনেকেই ভাবেন, এগুলো বুঝি শুধু দুনিয়ার কাজ। অথচ ইসলামে এসব কাজও ইবাদত, যদি নিয়ত থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে মহিলা স্বামীর ঘরের অগোছালো জিনিস গুছিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নেকি দান করবেন, তার গুনাহ মাফ করবেন।এবার চিন্তা করুন, নারীরা প্রতিদিন কত শত কাজ করেন! রান্নাঘরেই কত কিছু গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের মা-বোনেরা এই কাজগুলো মানুষকে দেখানোর জন্য করেন। যেন কেউ নোংরা না বলে, কেউ সমালোচনা না করে। এই নিয়ত করলে কোনো সওয়াব নেই।

নিয়ত শুদ্ধ করুন

এজন্য আসল কাজ হলো, নিয়ত শুদ্ধ করা। নিয়ত শুদ্ধ হলে, ঘরদোর ঝাড়ু দিতেও সওয়াব, রান্না করতেও সওয়াব, কাপড় ইস্ত্রি করতেও সওয়াব। যেমন, এক মহিলা তরকারি রান্না করছে। রান্নার সময় একটু পানি বেশি দিল। এই নিয়ত করলো, যদি মেহমান আসে, তাকে যেন খাওয়াতে পারি, কিংবা প্রতিবেশীকে দিতে পারি। এই নিয়ত করার কারণে আল্লাহ তার জন্য সেই খাওয়ানোর সওয়াব লিখে দেবেন।দীন শিখা ফরজরাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ‘প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য দীনের ইলম শিক্ষা করা ফরজ।’এখনকার নারীরা দীন শেখে না। গোসলের মাসআলাও জানে না। অথচ এসব না জানলে সওয়াব পাওয়ার সুযোগ মিস হয়ে যায়।

শিশুদের সঠিক শিক্ষা না হওয়ার মূল কারণ

আজকাল মেয়েরা মা হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু কীভাবে সন্তানের তারবিয়াত দিতে হয়, কীভাবে তাকে সঠিক মানুষ গড়ে তুলতে হয়— সে শিক্ষা তাদের নেই। কারণ, নিজেরাও তো সঠিকভাবে দীনী তারবিয়াত পায়নি। এরা কীভাবে সন্তানকে শিখাবে!এটাই আজকের সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই কারণেই আমাদের ঘরে ঘরে সন্তানরা সঠিক শিক্ষা, আদব-আখলাক আর ইসলামী চেতনাতে বড় হচ্ছে না।এক সময় ছিল, মায়েরা সন্তানদের মানুষ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। সন্তানের অন্তরে ঈমান, আল্লাহভীতি, সত্যবাদিতা, দয়া আর আদর্শ জীবনের বীজ বপন করতেন। একটা ঘটনা, যার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন, পূর্বের নেককার মায়েরা কীভাবে সন্তানদের দীক্ষা দিতেন, কীভাবে তাদের আদর্শ মানুষ বানাতেন।চলুন সেই শিক্ষামূলক ঘটনাটি শুনে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য নতুন করে ভাবতে শিখি।

ঈমান শিক্ষা দেওয়ার এক অনুপম ঘটনা

দিল্লিতে একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন— হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহ.। তাঁকে মোঘল বাদশাহরাও পীর মানতেন। তাঁর কবর কুতুব মিনারের একদম কাছেই। সেই মিনারের নামও তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।শৈশবে তাঁর জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, যা সত্যিই শিক্ষা দেয় কীভাবে ঈমানের বীজ শিশুর হৃদয়ে রোপণ করতে হয়।তখন তিনি সদ্য মাদরাসায় যাওয়া শুরু করেছেন। তাঁর মা-বাবা চিন্তা করলেন, প্রথম কাজ হবে এই শিশুর অন্তরে আল্লাহর উপর নির্ভরতা, তাওয়াককুল শেখানো। যাতে সে মাখলুকের দিকে না তাকিয়ে, সব চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছেই করে।মা এক কৌশল নিলেন। পর দিন মাদরাসা থেকে আসার আগেই খাবার রান্না করে লুকিয়ে রাখলেন।বখতিয়ার কাকী বাড়ি ফিরে বলল, মা, খুব ক্ষুধা পেয়েছে। খাবার দাও।মা বললেন, বাবা! খাবার তো আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো। তিনি খাবার দেবেন।শিশুটি জিজ্ঞেস করল, কীভাবে চাইব?মা বললেন, জায়নামায বিছিয়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করো।ছোট্ট নিষ্পাপ বাচ্চা জায়নামায বিছিয়ে দোয়া করতে লাগল, 'আল্লাহ! আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। আপনি আমাকে খাবার দিন।'মা বললেন, দোয়া করেছ তো? এবার ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখো, আল্লাহ নিশ্চয়ই খাবার পাঠিয়েছেন।ছেলেটা সারল্য ভরে ঘরের কোণায় কোণায় খুঁজে বেড়াল। হঠাৎ এক জায়গায় খাবার পেয়ে মহাখুশিতে খেয়ে নিল।এভাবে প্রতিদিন। মা রান্না করে রেখে দিতেন, ছেলে মাদরাসা থেকে ফিরে আল্লাহর কাছে দোয়া করত। খাবার খুঁজে পেত। এই অভ্যাসেই তার অন্তরে গেঁথে গেল আল্লাহর উপর নির্ভরতা।একদিন মা বাড়িতে ছিলেন না। আত্মীয় বাড়ি গিয়ে ভুলে গেলেন খাবার লুকিয়ে রাখতে। হঠাৎ মনে পড়তেই আঁতকে উঠলেন। ভাবলেন, 'ওগো আল্লাহ! আজ তো খাবার রেখে আসিনি। আমার সন্তান এখনো হয়তো তোমার কাছে দোয়া করছে। তুমি আমার মুখ রক্ষা করো। আজ তাকেই তুমি খাবার পাঠিয়ে

দাও।'মা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে ছুটলেন। বাড়ি এসে দেখলেন, বখতিয়ার কাকী দিব্যি ঘুমাচ্ছে।মনে মনে ভাবলেন, ক্ষুধার জ্বালায় হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি রান্না করে খাবার লুকিয়ে রাখলেন।এদিকে ছেলে ঘুম থেকে উঠে বলল, আম্মা! আজকের খাবার এত মজার ছিল যে, এমন সুস্বাদু খাবার কখনো খাইনি।মা বিস্ময়ে বললেন, কোথায় পেলি?ছেলে বলল, মাদরাসা থেকে ফিরে এসে দোয়া করলাম, 'আল্লাহ! আমার ক্ষুধা পেয়েছে, আজ আমার মা নেই। আপনি দয়া করে ভালো খাবার দিন।' দোয়া করে দেখি, বিছানার ওপর খাবার রাখা। আমি খেলাম।মা-ই সন্তানের প্রথম মাদরাসা

এক সময় ছিল, যখন আমাদের মায়েরা সন্তানের ছোটবেলা থেকেই ঈমানের আলো জ্বেলে দিতেন। শিখিয়ে দিতেন—বাবা, সব কিছু আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়। তিনিই রিজিক দেন, তিনিই বিপদ দূর করেন।আজকের দিনে এমন কোনো মা আছে কি, যে গর্ব করে বলতে পারে, আমি আমার সন্তানের অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছি?কোনো মা কি সকালে বা রাতে খাবার খাওয়ানোর সময় বলে, বাবা, সবসময় সত্য কথা বলবে। মিথ্যা বলা হারাম। আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করেন না।না— আজ এসব নিয়ে আমাদের কোনো মনোযোগ নেই। অথচ এগুলোই সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার মূল বুনিয়াদ।মায়েরা ভাবে, বাচ্চা বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখুন, শৈশবের অভ্যাস সত্তর বছরেও বদলায় না।আজ কেন সন্তানরা বড় হয়ে বাবা-মাকে অবহেলা করে? কারণ ছোটবেলায় আমরা তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি, ভালোবাসা আর নৈতিক শিক্ষা দেইনি।একটা সময় ছিল, মায়েরা ফজরের পর সন্তানকে কোলে নিয়ে সূরা ইয়াসিন পড়তেন। সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকিয়া। রাতে ঘুমানোর আগে সূরা মুলক।আর আজ? সকালেও মা ঘুমায়। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মা টিভি, নাটক, সিনেমা আর সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোলে থাকা শিশু দুধ পান করে, মা তখন পর-পুরুষ দেখে সিনেমার দৃশ্যে।হে মা! বলো, এভাবে রেখে তোমার সন্তান জোনায়েদ বাগদাদী হবে কীভাবে? কিভাবে হবে আব্দুল কাদের জিলানী?

মা-ই সন্তানের প্রথম মাদরাসা। এই দায়িত্ব ভুলে গেলে ঘরে দীন আসমান থেকে নেমে আসবে না। তুমি যা শিখাবে, সন্তান তাই শিখবে।

সংসারে বরকতের রহস্য

এমন সময়ও ছিল, যখন স্বামীরা ব্যবসার জন্য ঘর থেকে বের হতেন। তখন স্ত্রীরা জায়নামায বিছিয়ে ইশরাক কিংবা চাশতের নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন, হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন— হে আল্লাহ! আমার স্বামী হালাল রিজিকের জন্য বের হয়েছে। তার কাজে বরকত দাও, তার রিজিকে বরকত দাও।ঘরে বসে স্ত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন। আর আল্লাহ তাআলা তাদের স্বামীদের জন্য কাজের রাস্তাগুলো খুলে দিতেন, ব্যবসাকে সাফল্যময় করে দিতেন এবং রিজিকে বরকত দান করতেন।

অধ্যায় ৮: আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের ফলাফল ও সামাজিক বাস্তবতা

২১শ শতকের বিশ্বে নারীবাদ এক নতুন রূপ ধারণ করেছে।যেখানে একসময় লক্ষ্য ছিল নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করা, আজ সেখানে "অবাধ স্বাধীনতা", "স্বাধীন যৌনতা", "পুরুষবিদ্বেষ", এবং "পারিবারিক কাঠামোর পুনঃসংজ্ঞা" নতুন নারীবাদী চেতনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব— আধুনিক নারীবাদের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রভাব কীভাবে সমাজের নৈতিক গঠনকে প্রভাবিত করছে।

৮.১ সামাজিক প্রভাব

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়া

নারীবাদের চরমপন্থী অংশ পরিবারকে 'শৃঙ্খল' হিসেবে দেখে।

ফলে বিবাহ বিলম্বিত হচ্ছে, বিবাহবিচ্ছেদ বেড়েছে।

ইউরোপে একক মাতৃত্ব (single motherhood) ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪টি সন্তানের মধ্যে ১টির জন্ম হয় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে।

নারীর কর্মজীবন ও মানসিক চাপ

নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ অর্থনৈতিকভাবে ইতিবাচক হলেও, কর্মজীবন ও গৃহজীবনের ভারসাম্য হারিয়ে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবার ও মাতৃত্বকে "secondary" ধরা হচ্ছে।

পুরুষবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি

অনেক ফেমিনিস্ট তত্ত্ব পুরুষকে "oppressor" বা নিপীড়ক হিসেবে উপস্থাপন করে।

এর ফলে সমাজে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন তৈরি হচ্ছে।

৮.২ সাংস্কৃতিক প্রভাব

চলচ্চিত্র, সংগীত ও সোশ্যাল মিডিয়া নারী স্বাধীনতাকে "শরীরের স্বাধীনতা"র সাথে মিশিয়ে দিয়েছে।

অশ্লীলতা ও ভোগবাদকে empowerment হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

উদাহরণ: "My body, my choice" স্লোগানটি এখন নৈতিকতার পরিবর্তে ভোগসত্তার প্রতীক হয়ে গেছে।

৮.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব

পুঁজিবাদ নারীবাদকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করছে।
কসমেটিক, ফ্যাশন ও বিনোদন শিল্প নারীকে "consumer commodity" এ পরিণত করেছে।
উদাহরণ: "Women empowerment" নামের প্রচারণায় কসমেটিক ব্র্যান্ডগুলো নারীকে পণ্যে পরিণত করছে।

৮.৪ ধর্মীয় ও নৈতিক প্রভাব

আধুনিক ফেমিনিজম ধর্মীয় বিধানকে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো বলে অবজ্ঞা করে।
ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম বা হিন্দুধর্ম—সব ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।
ফলে তরুণ প্রজন্ম নৈতিক দিশাহীনতায় ভুগছে।
কুরআনের দৃষ্টিকোণ:
"পুরুষ ও নারী— উভয়েরই মর্যাদা আল্লাহর তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল।" (সূরা আল-হুজরাত ৪৯:১৩)
অর্থাৎ ইসলাম নারীকে কোনোভাবেই দ্বিতীয় শ্রেণির নয়, বরং নৈতিক ভারসাম্যের ভিত্তিতে মর্যাদা দেয়।
আধুনিক নারীবাদের কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও এর অতিরিক্ত স্বাধীনতা সমাজে বিচ্ছিন্নতা, মানসিক অসন্তোষ ও নৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি করছে।
একটি টেকসই সমাজের জন্য নারী স্বাধীনতা নয়, ন্যায়নিষ্ঠ ভারসাম্যপূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন — যা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতেই সম্ভব।

অধ্যায় ৯ :উপসংহার

৯.১ নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর

নারীবাদের প্রধান দুই শত্রু হলো বিবাহপ্রথা ও পারিবারিক মূল্যবোধ। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীবাদীরা এই দুটিকেই ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছে। ফেমিনিজম খোদ নারীদের ওপর কী প্রভাব ফেলে, তা নিয়েও আলোচনা করা জরুরি।

দীর্ঘ সময় পর হলেও নারীরা ফেমিনিস্টদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম বুঝতে শুরু করেছে। বিয়েপ্রথাকে আক্রমণ করার সময় থেকেই ফেমিনিস্টরা জানত, নারীদের সুখী এবং ভালোবাসাপূর্ণ পারিবারিক জীবন থেকে বের করে আনতে হলে অবশ্যই সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দিতে হবে। ফলে তারা ক্ষণিকের সুখ লাভের জন্য উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের সুবিধাসমূহ প্রচার করতে শুরু করে। উচ্ছৃঙ্খলতার 'কুফল' রোধকল্পে সমানতালে চলতে থাকে জন্মনিরোধক আর ঢালাও গর্ভপাতের প্রচারণা। অথচ বাস্তব জীবনে যত্রতত্র গর্ভধারণ এবং লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম ভয়াবহ এবং গুরুতর।সহজ কথায়-নারীবাদীরা জন্মনিরোধক ও গর্ভপাতের মাধ্যমে কুকর্মের প্রাকৃতিক পরিণতি এড়ানোর টোপ দিয়ে নারীদের যথেচ্ছা ও যত্রতত্র শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে প্রলুব্ধ করেছিল। এই পরিকল্পনার অভ্যন্তরেই বেশ্যাবৃত্তিকে বলা হয়েছে লিঙ্গবৈষম্যমূলক আর অবাধ যৌনাচারকে দেওয়া হয়েছে শারীরিক স্বাধীনতার তকমা। অদূরদর্শী নারীবাদীরা কখনোই উচ্ছৃঙ্খলতার বিনিময়ে বিয়ে ও পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিণতি বিবেচনা করেনি। এদিকে সমাজে বাধাহীন বিশৃঙ্খলার প্রভাবে বিভিন্ন অপরাধ এবং মাদকাসক্তি বেড়ে যায়। সমাজ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে জ্যান্ত নরকে। এগুলো কি বিশেষ কোনো পরিণতি বয়ে আনবে?

প্রথমেই কথা বলি জন্মনিরোধক নিয়ে। আজকাল জন্মনিরোধক পিল এতটাই সহজলভ্য যে, গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা ছাড়াও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে ডাক্তাররা ব্রণ প্রতিরোধে, অনিয়মিত মাসিক; এমনকি মাসিকের পূর্বের লক্ষণসমূহের কারণেও এসব পিলের প্রেসক্রিপশন দিয়ে দেন। যদিও সাধারণভাবে জন্মনিরোধক পিল নিরাপদ, কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম নয়। যেকোনো সময় এটি ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে জানতে পারে।জন্মনিরোধকের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হলো স্থূলতা। এটা সেবনের ফলে ওজন বেড়ে যায়। কিন্তু বিষয়টাকে বরাবরই লঘু বিবেচনায় এড়িয়ে যাওয়া হয়। এমনকি অনেক বিশেষজ্ঞও একে সমস্যা বলে মনে করে না। তাহলে আমরা কেন এই বিষয়ে কথা বলছি? কারণ, গবেষণায় স্থূলতার পরিবর্তে কেবল সলিড মাস গেইন (গণকল্যাণ) পরিমাপ করা হয়।

সেলফ ম্যাগাজিনের জাহরা বার্নস একবার The Truth About Birth Control Causing Weight Gain নামে ডাক্তার ইদ্রিস আবদুর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট। ডাক্তার আবদুর রহমানের ভাষ্যমতে- 'সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, এটা ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম।' এ ছাড়া মাউন্ট সিনাই স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর অ্যালিসা ডেকবার্নসকে বলেন-'আপনার অবশ্যই অতিমাত্রায় ওজন বৃদ্ধি করা উচিত নয়।'২০১৪ সালের ২ জানুয়ারি কোচরান ডেটাবেজ অফ সিস্টেম্যাটিক রিভিউ-এ প্রকাশিত একটি মেটা স্টাডিতে আরও বলা হয়-'বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ওপর পরিচালিত গবেষণায় ওজন বৃদ্ধির বিষয়টি মোটামুটি একই রকম। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কারণে ওজন বৃদ্ধি পায় না-এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমান মেলেনি।'স্বাস্থ্য জার্নালিস্ট আলেক্সান্দ্রিয়া গোমেজ একবার ইয়েল ইউনিভার্সিটি স্কুল মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর মেরি জেন মিনকিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।তিনি বলেছিলেন-'আজকাল স্থূলতা একটি কমন অভিযোগ। সমস্যা হলো-হরমোনাল জন্মনিরোধকগুলো কেন আপনাকে মোটা বানিয়ে ফেলবে, তা এখনও একটি রহস্য।

ডক্টর মিনকিন নিশ্চিত করেন-হরমোনাল জন্মনিরোধকগুলো কেন ওজন বৃদ্ধি করে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের তেমন কোনো ধারণাই নেই। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এগুলো ওজন বৃদ্ধিতে সক্ষম। দুঃখজনক ব্যাপার হলো-সবাই বিষয়টি জানা সত্ত্বেও এ প্রসঙ্গে কথা উঠলে আলোচনা অন্যদিকে নিয়ে যায় এবং মূল সংকটটাই ধামাচাপা দিয়ে ফেলে। অথচ এটি একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত।

ডক্টর জয়শ্রি কুলকর্নি অস্ট্রেলিয়ার আলফ্রেড অ্যান্ড মনাশ ইউনিভার্সিটির একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি শুধু একজন অধ্যাপকই নন; মনাশ আলফ্রেড সাইকিয়াট্রি রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টরও বটে। এটি বিভিন্ন সেক্টরের ১০০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ মনোরোগ গবেষণাকেন্দ্র। ডক্টর কুলকর্নি পিয়ার রিভিউড জার্নাল এক্সপার্ট অপিনিয়ন অন ড্রাগ সেইফটি-তে ২০০৬ সালের জুলাই সংস্করণে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তার অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে-'বিশ্বব্যাপী লক্ষাধিক নারী কার্যকর জন্মনিরোধক হিসেবে মুখে সেবনযোগ্য গর্ভনিরোধক পিল ব্যবহার করছেন। এখনও পর্যন্ত এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কেবল শারীরিক দিককেই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। অথচ এটি ব্যবহারের অধারাবাহিকতার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে ডিপ্রেশন বা হতাশার কথা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে-হতাশার কারণ হিসেবে ওরাল গর্ভনিরোধক পিলের ভূমিকার ব্যাপারে গবেষণা রয়েছে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি। একটি পাইলট গবেষণা প্রকল্প দেখিয়েছে যে, ওরাল গর্ভনিরোধক পিল সেবনকারী নারীরা সাধারণ নারীদের চাইতে উল্লেখযোগ্যমাত্রায় অধিক হতাশাগ্রস্ত ছিলেন।'২০১৬ সালে অ্যামেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পিয়ার

রিভিউড জার্নাল JAMA PSzchiatry হতাশার সাথে হরমোনাল জন্মনিরোধকের সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করে। এটি মূলত শার্লট ওয়েসেল, স্কোভলুন্ড এমএসসি, ডক্টর লিনা স্টেইনরড মর্চ এবং ডক্টর লার্স ভেদেল কেসিংয়ের পরিচালিত একটি যৌথ গবেষণা উদ্যোগ। গবেষণাটিতে এই ভয়ংকর তথ্য উঠে আসে-

'সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নারী হরমোনাল জন্মনিরোধক ব্যবহার করছেন। কিছু নারীর মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণে এসব ওষুধের প্রভাব থাকার ক্লিনিক্যাল প্রমাণ মেলা সত্ত্বেও হরমোনাল গর্ভ নিরোধকের সাথে মানসিক অস্থিরতার সংযোগ যথাযথ গুরুত্বের সাথে চিহ্নিত করা হয়নি। দেশব্যাপী এক মিলিয়নেরও বেশি নারীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের হরমোনাল জন্মনিরোধক সেবনকারীদের মধ্যে হতাশানিরোধক পিল ব্যবহারের ক্রমবর্ধবান ঝুঁকি রয়েছে। প্রথমবার অ্যান্টিডিপ্রেশেন্ট ব্যবহার করছেন-এমন অনেকেই জন্মনিরোধকসেবী। এই হার কিশোরীদের মধ্যে সর্বাধিক।'বিজ্ঞান এখানে সুস্পষ্ট। হরমোনাল জন্মনিরোধক নিঃসন্দেহে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে জড়িত। তবে এখানেই এর শেষ নয়। গবেষণায় পাওয়া যায়, জন্মনিরোধক সেবনের ফলে নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে। The Susan Komen Foundation স্তন ক্যান্সারের অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিকেও একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এভাবে-'সাম্প্রতিক সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলের ব্যবহার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। গবেষণা দেখিয়েছে-যখন নারীরা গর্ভনিরোধক পিল সেবন করেন, তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২০-৩০ শতাংশ বেশি।'যদিও ফেমিনিস্টরা গণহারে নারীদের জন্মনিরোধক ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করছে, এর ভয়াবহ পরিণতি যে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, সেটা একবারও বলছেন না; বরং প্রতিনিয়ত এসব বাস্তব তথ্যকে তারা ছোটো করে দেখায় এবং অগ্রাহ্য করে। কেননা, এসব বাস্তব তথ্যাবলি তাদের বক্তব্যকে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এবার গর্ভপাতের কুফলের ওপর আলোকপাত করা যাক।

দীর্ঘ সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব মেডিকেল বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, গর্ভপাতের সাথে ক্রমবর্ধমান ক্যান্সারের সম্পর্ক নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিষয়টি একেবারেই ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানবদেহে ক্যান্সারবিষয়ক আন্তর্জাতিক পিয়ার রিভিউড জার্নাল Cancer Causes and & Control-এর ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংস্করণ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে A Meta-Analysis of the Association Between Induced Abortion and Breast Cancer Among Chinese Females শিরোনামে। গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন জাতীয়ভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংস্থার ১৩ জন বিশেষজ্ঞ মিলে। বুঝতেই পারছেন, এই গবেষণা কিছু নির্বোধ ব্যক্তিরা ঘরে বসে সম্পন্ন করেনি। এটি চীনের

অনেকগুলো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত একটি গবেষণা। তাদের প্রাপ্ত ফলাফলও ছিল ভয়ংকর। তারা উপসংহার টেনেছেন এভাবে-

'চাইনিজ নারীদের মধ্যে অহেতুক গর্ভপাতের সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পৃক্ত। স্বতঃপ্রণোদিত গর্ভপাতের (Induced Abortion) সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্তন ক্যান্সারের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।'সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চীনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্যান্সার চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোর ১২ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞের মতানুসারে-একজন নারী যত বেশি মাত্রায় গর্ভপাত ঘটায়, স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি তত বেড়ে যায়। উপরন্তু ২০১৫ সালের ৭ এপ্রিল আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ Know Your ABC: The Abortion Breast Cancer Link নামে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে বলা হয়-'আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ নারীদের প্রাথমিক বিষয়গুলো জানার আহ্বান জানাচ্ছে। স্তন ক্যান্সারের সাথে গর্ভপাত সম্পর্কিত। যদিও মেডিকোল কমিউনিটি এই সম্পর্ক মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে। ফুল টার্ম ডেলিভারির পূর্বে এবং গর্ভধারণের ৩২ সপ্তাহের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত গর্ভপাত একজন নারীর স্তন ক্যান্সার আক্রান্তের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। বিশেষত কিশোরীদের জন্য এই ঝুঁকি আরও বেশি।'

পরবর্তী সময়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সিয়াটল শিশু হাসপাতালের ক্যান্সারবিশেষজ্ঞ ডক্টর রেবেকা জনসনের সম্পাদিত একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করা হয়। তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন-'প্রমাণিত তথ্য-উপাত্ত এই ইঙ্গিত দেয় যে, পূর্ণকালীন গর্ভধারণের পূর্বে গর্ভপাতের কারণে বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের হার উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বর্তমান গবেষণা অকালে গর্ভপাত এবং স্তন ক্যান্সারের মধ্যে জোরালো সংযোগ প্রদর্শন করছে। একটির কারণে আরেকটির ওপর প্রভাব পড়ছে। যদিও আরও অনেক গবেষণা হবে, কিন্তু কিশোরীদেরএখন এই ঝুঁকি সম্পর্কে জানাটা জরুরি। সকল কিশোরী এবং তাদের পিতা-মাতার স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে আমেরিকার শিশুবিশেষজ্ঞ কলেজ সুপারিশ করছে-সব মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা যেন এই তথ্য ছড়িয়ে দেন। কন্যাদের এই তথ্য বাবা-মায়ের বিশদভাবে বলা উচিত। সমস্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষকদের উচিত যে, কোনো স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্লাসে এই তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা।'এরচেয়ে ভয়ংকর কিছু আর হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির ফলে জন্মনিরোধকের ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে গর্ভপাত বেড়ে যাচ্ছে। এবং উভয়টিই নারীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা আরও অনেক উপায়ে নারীদের ক্ষতিসাধন করছে। ডক্টর ক্রিস ইলিয়েডস ২০১০ সালের ১৫ জুনে এভরিডে হেলথে লেখেন-'আপনার যৌনসঙ্গীর সংখ্যা যত বেশি; এইডস, প্রোস্টেট ক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার ও ওরাল ক্যান্সারের মতো যৌনবাহিত জীবনসংহারী রোগের ঝুঁকিও তত বেশি।'তিনি আরও বলেন-'উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলোর একটি। এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে অত্যধিক মদ্যপান, জুয়া,

অন্যান্য রোমাঞ্চকর আচরণ যেমন দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলোকে।'তবে এই বিষয়টি ২০ বছর পূর্বেই জানা গিয়েছিল, যখন ১৯৯২ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগ 'নারী কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাধিক যৌনসঙ্গী বাছাই যৌন রোগের ঝুঁকির কারণ' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিল। সেই গবেষণায় বলা হয়েছিল-'একাধিক যৌনসঙ্গী বাছাই যৌন রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়া ইতঃপূর্বে চিকিৎসাধীন ব্যক্তির বাইরে কারও ওপর যাচাই করা হয়নি। যৌনসঙ্গীর সংখ্যা এবং যৌনবাহিত রোগে সংক্রমিত হওয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে। যেসব নারীর যৌনসঙ্গী একজন, তাদের চেয়ে যেসব নারীর পাঁচ বা ততোধিক যৌনসঙ্গী আছে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যৌন রোগের সম্ভাবনা আট গুণ বেশি। অধিকহারে যৌনসঙ্গী বাছাই এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যৌনসংগম বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌনবাহিত সংক্রামক রোগের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।'আমরা জানি, আমেরিকাতে বয়স ২০ না পেরোতেই বহু নারী পাঁচজনেরও বেশি যৌনসঙ্গী বানিয়ে ফেলে। যৌন সংক্রামক রোগীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনক। ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে-'২০০৬ সালের পর প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী যৌনবাহিত সংক্রামক রোগ ক্লামিডিয়া, গনোরিয়া ও সিফলিস উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যৌন সংক্রামক রোগগুলো তীব্রভাবে আক্রান্ত করছে তরুণদের, বিশেষত নারীদের। নারীদের সংক্রমণ ২০১৪ সালে এই তিনটি রোগের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে মারাত্মক অবদান রেখেছিল।'

২০১৪ সালের উপাত্ত থেকে এটাও জানা যায়-তরুণদের মধ্যে এখনও যৌন সংক্রামক রোগ বিশেষ করে ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। যৌনসক্রিয় জনসংখ্যার তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র অংশ হওয়া সত্ত্বেও ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণরা ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি হারে ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়াও পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো থেকে জানা যায়, প্রতিবছর যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত প্রায় ২০ মিলিয়ন রোগীর অর্ধেকই এসব কলেজপড়ুয়া তরুণ-তরুণী। সিডিসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধমূলক পরিষেবা টাস্ক ফোর্স ২৫ বছরের কম বয়সি যৌনসক্রিয় নারীদের বাৎসরিক রোগ ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়া পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অসংখ্য তরুণের রোগ পরীক্ষাই করা হয়ে ওঠে না। ফলে তারা জানেও না যে তারা আক্রান্ত।

বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির কল্যাণে এই তিনটি রোগই নিরাময়যোগ্য। তারপরও সিডিসি কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌন সংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান হার নিয়ে উদ্‌দ্বিগ্ন? কারণ তারা জানে, যত বেশিসংখ্যক মানুষ যৌন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে, তত বেশি এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। সিডিসির বার্তা খুবই সুস্পষ্ট। একজন

ব্যক্তির যত বেশি যৌনসঙ্গী থাকবে, তার যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ভুলে যাবেন না, সিডিসি ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই বলেছে-এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে নারীরা। কেন তারা বেশি অনিরাপদ?২০০৮ সালের ৯ ডিসেম্বর পল সিমস ডেইলি মেইল-এ প্রকাশিত তার In the Age of Promiscuity, Women Have More Sexual Partners Than Menশীর্ষক কলামে সেই প্রশ্নের জবাব দেন। More Magazine-এর একটি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন- 'গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, নারীরা দিনদিন অধিক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের চেয়ে তাদের যৌনসঙ্গী অনেক বেশি।'২১ বছর বয়সের মধ্যে তারা গড়ে ৯ জন প্রেমিকের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়। এবং এক-চতুর্থাংশ নারী কুমারীত্ব হারানোর পর থেকে পাঁচ বছরে এক-পঞ্চমাংশ তরুণের তুলনায় ১০ জনেরও বেশি সঙ্গীর সাথে সংগম করে। এ ছাড়াও তরুণীদের বিশ্বাসঘাতক আচরণ করার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে সঙ্গীর সাথে প্রতারণার কথা স্বীকার করে ৫০ শতাংশ। গবেষণাটি আরও খুঁজে পায়-অর্ধেক নারীই যাদের কাছে কুমারীত্ব হারিয়েছিল, তাদের প্রতি প্রেমের কোনো অনুভূতি ছিল না। প্রতি ১০ জনের মধ্যে সাতজনের ক্ষেত্রেই এটা ছিল নিছক ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড। প্রতি চারজনে একজন টাকার জন্য এবং ৩৯ শতাংশ নারী শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছিল পদোন্নতির জন্য।এ ছাড়া ২৭ শতাংশ নারী বিবাহিত পুরুষের সাথে এবং ১৪ শতাংশ নারী তাদের বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্কে জড়ানোর কথা বলে। সুস্পষ্টভাবেই নারীবাদীদের অবাধ যৌনাচার আন্দোলন এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। এখানেই এর শেষ নয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব অনস্বীকার্য। ডক্টর সুসান ক্রাউস হুইটবার্ন সাইকোলজি টুডে-তে প্রকাশিত তার দুটি কলামে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রথম কলামটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের ৯ মার্চ, How Casual Sex Can Affect Our Mental Health শিরোনামে। তার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী- 'উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্কের বিস্তৃত এক গবেষণার পর কিনসে ইনস্টিটিউটের গবেষক জাস্টিন গার্সিয়া এবং তার দল সিদ্ধান্তে আসেন-অবাধ যৌন সম্পর্ক (Hookups) একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পালাবদলের অংশ, যা পশ্চিমা বিশ্বে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে। অবাধ যৌন সম্পর্ক মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলে। যেসব ব্যক্তি উদ্দেশ্যহীন শারীরিক সম্পর্কে জড়িত হয়, তাদের প্রত্যেককেই এর মানসিক পরিণাম ভোগ করতে হয়। এর প্রভাব শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের দীর্ঘদিন পরেও রয়ে যায়। যেসব গবেষক মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে অবাধ যৌনাচারের সংযোগের নিরীক্ষা চালআরও রিপোর্ট করেন-যেসব ব্যক্তি পর্বে হতাশ ছিল না, উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর তাদের মধ্যে অনেক বেশি হতাশার লক্ষণ এবং একাকিত লক্ষ করা যায়। যারা যত বেশি অবাধ যৌনাচারে জড়িত, তাদের মানসিক যন্ত্রণা তত বেশি।'

সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাদকাসক্তি কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ড্রাগ ও অ্যালকোহল পুনর্বাসনকেন্দ্র তাদের alcoholrehab.com ওয়েবসাইটে খোলাখুলিভাবে এর উত্তর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে-'অ্যালকোহল ও ড্রাগ অপব্যবহারের ফলে অনেক সমস্যার সূত্রপাত হয়। এসব অপব্যবহারের অন্যতম আসন্ন বিপর্যয় ঘটবে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মানুষের পক্ষে মন পরিবর্তনকারী পদার্থের অপব্যবহার করে অটুট সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি বেশি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে এটা সম্পূর্ণভাবে তার জীবন দখল করবে এবং তার জীবনে আর অন্য কারও জন্য জায়গা থাকবে না। কারণ, মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিভ্রম ও আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকে। তারা যতদিন পর্যন্ত মাদক পরিহার না করবে, ততদিন এর কোনো পরিবর্তন অসম্ভব। এমনকি এখান থেকে আরোগ্যলাভের পরেও অন্তরঙ্গ এবং স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক উপভোগ করার সক্ষমতা ফিরে পেতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।'

এ বিষয়টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বেথ ওয়াটসন ২০১৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে 'উচ্ছৃঙ্খলতা কি আত্মহননের ভিন্ন রূপ?' নামে একটি ব্লগ পোস্ট লিখতে শুরু করেন। তার মতে, পিতৃহীন কন্যাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এখন আত্মহননরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অন্য বিশেষজ্ঞদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন-'যে কন্যারা পিতৃহীনভাবে বেড়ে ওঠে, তাদের পক্ষে যৌন আচরণ এবং সমস্ত অসৎ জায়গায় বৈধতা খোঁজা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'পিতৃহীন কন্যাদের মধ্যে প্রায়ই সাধারণ চর্চা হিসেবে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয় এবং এর সম্ভাব্য কারণ পিতার অভাব। ক্যাপিট্যাল প্রিপারেটরি ম্যাগনেট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাটা ডক্টর স্টিভ পেরিও পিতৃহীন কন্যাদের নিয়ে কাজ করার সময় একই বিষয় লক্ষ করেছেন। বলেছেন-'উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রধান বিষয়। প্রায়শই আমরা যখন মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত তরুণীদের দিকে লক্ষ করি, তাদের স্ববিকৃতিকে বিদ্রুপপূর্ণ হিসেবেই চিন্তা করি। এটা সত্যিই বিদ্রূপপূর্ণ বটে, তবে স্ববিকৃতির আরেকটি অর্থ হলো-অন্য কাউকে আপনার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া।'

নারীবাদীরা তাদের লাগামহীন মিথ্যাচার প্রচারের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছে-বিশৃঙ্খলতার অর্থ পর্ণাঙ্গ 'স্বাধীনতা। অবাধ যৌনাচার আন্দোলনকে ব্যবহার করে তারা ইতোমধ্যে বিবাহপ্রথা এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে একটি বিশৃঙ্খল সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিয়েছে, যেটা সিডিসির মতে-যৌনব্যাধি সৃষ্টি এবং আশঙ্কাজনক হারে তা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্কের সপক্ষে ফেমিনিস্টদের দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পেইন নারীদের ক্ষতিকর জন্মনিরোধক পিল সেবনে প্ররোচিত করছে, তৈরি করছে ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যা। উপরন্তু গবেষকগণ বলছেন-একজন ব্যক্তির যত বেশি যৌনসঙ্গী রয়েছে, তার মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। সর্বোপরি জন্মনিরোধক এবং গর্ভপাত অবলম্বনের মাধ্যমে সৃষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা সন্দেহাতীতভাবে নারীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে

দিচ্ছে। যদিও ফেমিনিস্টরা এসব সংকটের পেছনে নিজেদের দায় অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের সেসব মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নারীবাদীদের সংগঠিত ও অর্থায়িত Slut Walks-এর কার্যক্রমের দিকে লক্ষ রাখাই যথেষ্ট। নারীবাদীরা যতই মিথ্যা বলুক না কেন, বাস্তবতা হলো-উচ্ছৃঙ্খলতার সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি রয়েছে।

৯.২ নারীবাদ ও নারী অধিকার এক জিনিস না

নারীরা তাদের ইসলামি অধিকারগুলো পায়নি, এটা সত্য। এর সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। আমরা ইসলামে ফেরার কথা বলছি। যার ভিতরে সকল সাংস্কৃতিক ভেজাল ও রাজনৈতিক অপারগতা ওভারকাম করে নারীর অধিকার ফিরিয়ে দেয়াটা ইনক্লুডেড। আমরাও চাই, নারী তার স্রষ্টাপ্রদত্ত অধিকার ফিরে পাক।

পশ্চিমা সভ্যতা নারী অধিকার চায় না। তারা চায় ব্যবসা। নারীবাদ নারীকে অধিকার দেয় না (যদিও নারীরা মনে করে নারীবাদ তাদের অধিকার দেয়)। নারীবাদী অধ্যাপক ন্যান্সি ফ্রেজার তাঁর 'Is Feminism the handmaiden of Capitalism' আর্টিকেলে দেখিয়েছেন। বরং নারীবাদ নারীকে ১ম বিশ্বের ব্যবসায় পরিণত করে। নারীকে ভোগবাদী করা হয়, স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদী সমাজবিচ্ছিন্ন স্বার্থপর করে ফেলা হয়। এবং নারীকে দিয়ে কৃত্রিম চাকরি সংকট তৈরি করে শ্রমকে কমদামী করে রাখা হয়। নারীর উপর দ্বৈত ভূমিকা চাপিয়ে তাকে শারীরিক-মানসিকভাবে অসুস্থ করে ফেলা হয়। অধিকারের লোভ দেখিয়ে আরোপ করা হয় এক্সট্রা কর্তব্য। গোয়েবলস বলেন:

"প্রোপাগান্ডা সবচেয়ে ভাল কাজ করছে বুঝবেন যখন দেখবেন যাদেরকে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে, আর তারা ভাবছে যে, আমরা যা করছি নিজ ইচ্ছাতেই করছি"।

নারীর অধিকারের জায়গা থেকেই আমরা নারীবাদের বিরোধিতা করি। ১ম ওয়েভ পশ্চিমা নারীর অধিকারের জায়গা থেকে শুরু হলেও ২য় ওয়েভ থেকে নারীবাদ আর নারীর নিয়ন্ত্রণে নেই। নারীবাদ নিয়ন্ত্রণ করে কর্পোরেট পুঁজিবাদী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। কেউ যদি বলে আমি নারী অধিকারের কথা বলি, নারীবাদও নারী অধিকারের কথা বলে, তাই একইরকম শোনায়। ভুল কথা। সেকেন্ড ওয়েভ 'নারী অধিকারের' নামে নারীকে শোষণ করার কথা বলে।

আমরা চাই নারী তার স্রষ্টাদত্ত অধিকার ফিরে পাক। পুঁজিবাদী নারীবাদ যেগুলোকে অধিকার বলছে, আমরা সেগুলোকে অধিকারই বলি না। বরং এগুলোই শোষণ। পুরুষের সমান হতে পাঠানো একজন নারীর বডি-সাইকির উপর অত্যাচার। তাকে আপনি খুব মোটিভেট করে পাঠাতে পারবেন, কিন্তু তা অত্যাচার। নারীকে তার বডি-সাইকির অনুকূল রোল থেকে পুরুষের রোলে এসাইন করা তার উপর অত্যাচার। খুব গ্লোরিফাই করলেই তার ক্ষতি 'নাই' হয়ে যাবে না। ফেমিনিজম দিয়ে ক্যাপিটালিজম এই কাজটাই করে। নারীর বডি-সাইকি-

নিউরোফিজিওলজি যে বিশেষ রোল প্লে করার জন্য তৈরি, সেখান থেকে তাকে আরেক ভূমিকায় নামায়, যা তার দেহ-মনের বিপরীত। এবং এর ফল ভালো হবার নয়।

আমরা নারীকে অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই-

স্বামী কামাই করবে, আর নারী বাসায় থাকবে, এটা তার অধিকার। স্বামী তার ভরণপোষণ সাধ-আহ্লাদ পূরণ করবে, এটা তার অধিকার। সন্তানপ্রসবের সময় এবং দুধপানের ফলে যে বিপুল অক্সিটোসিন-জাত বাৎসল্য টান, সে ফিজিওলজির টান ছিন্ন করে সে বাইরে থাকবে না, নিজ সন্তানের আশেপাশে থাকবে, এটা তার অধিকার। প্রয়োজনে চাকরি করলেও পুরুষের সমান করবে না, কম করবে, কম শ্রম করবে, বেতনও কম পাবে। পুরুষের মত সমতা নারীর অধিকার নয়। বরং নারীর শরীর-মন-চাহিদা অনুপাতে বিশ্রাম পাবে, কম কর্মঘণ্টা কাজ করবে, মাসিক অসুস্থতায় ছুটি পাবে, নারী নারীর পরিবেশে মন খুলে নিঃসংকোচে ফুল ফ্লারিশমেন্টের সাথে কাজ করবে। এটা নারীর অধিকার। সমতা নারীর জন্য জুলুম।

আমরা চাই, নারী তার মসজিদের সাথে রিকানেক্ট করার 'পরিবেশ' ফিরে পাক। আমরা চাই নারী তার উচ্চশিক্ষার 'পরিবেশ' ফিরে পাক। উচ্চশিক্ষার নামে অহেতুক সময়ক্ষেপণ ও অহেতুক বিষয় পড়া থেকে রক্ষা পাক। বরং এমন শিক্ষা শিখুক যা তার রোল প্লে করতে তাকে সাহায্য করুক। পশ্চিমা সোশ্যাল সায়েন্স, জেন্ডার স্টাডিজের মতো দীনত্যাগমূলক কিছু না শিখুক। সেই 'পরিবেশ' তৈরির কাজটা মুসলিম-মুসলিমা একসাথে আমরা করতে চাই। এর মাঝে যারা শত্রুসভ্যতার সুরে কথা বলে, শত্রুসভ্যতার থিওরি-ফ্যাকাল্টি দিয়ে আমাদের নারীদের শত্রুর ছকে ফেলে দিতে চায়, জেন্ডার স্ট্রেস তৈরি করে, আমরা ঈমানী দায়িত্ব মনে করি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে।

হ্যা, আমরা এগুলো তাদেরকে দিতে পারিনি। তার সমাধান নারীবাদের জুলুমে ঠেলে দেয়া না। নারীবাদের ভাষায় ইসলামকে আক্রমণ করে নারীবাদকে জয়ী করা না। নারী অধিকার নিহিত ইসলামের ট্রেডিশনাল ব্যাখ্যাতেই। ইসলামের টেক্সট যেমন পাস হয়েছে, ইসলামের বুঝও পাস হয়েছে। সেই বুঝও আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। ভিন্ন কোনো 'ভাষা'য় ইসলামকে ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। যুগের ভাষায় ইসলাম বদলায় না, ইসলামই যুগের ভাষাকে বদলায়।

রেফারেন্স

বই

১। একজন নারীবাদীর জবানবন্দিতে নারীবাদের আর্তনাদ (লেখক: উম্মে খালিদ)
২।আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ (লেখক: হাসসান বিন সাবিত)
৩।ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা(লেখক: বব লুইস)
৪।সংশয়বাদী (লেখক: ড্যানিয়েল হাকিকাতজু)
৫।পরিবার ও পারিবারিক জীবন (লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম)
৬।মুসলিম নারীর সংকট (লেখক: ডঃ উমর সুলাইমান আশকার)
৭।বিহাইন্ড ফেমিনিজম (লেখক: মারিয়ম তানহা)

প্রবন্ধ

১।পাশ্চাত্য নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীর মর্যাদা(মাওলানা উমায়ের কোব্বাদী)
২।নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম(জেসমিন বিনতে জামীল)
৩।নারী অধিকার vs নারীবাদ(শামসুল আরেফিন)